মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

নভেম্বর, ২০২৪
কার্তিক, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৪৩১/নভেম্বর ২০২৪

সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধির পথে		৩
মর্তমাঝে অমৃতের বার্তা	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
সংস্করণ	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৫
ভগবৎ ভাব	সায়ক ঘোষাল	১৬
জীবকল্যাণে ভাগবতী প্রসাদ	পার্থসুন্দর ঘোষ	১৬
মা	ভক্তিপ্রসাদ	১৭
Discovering Inner Reality: Look Within	—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	১৮

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধির পথে

মানব সমাজে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা প্রকৃতভাবে হতে পারে একমাত্র ব্রহ্মপথে। ভগবানই এই সমগ্র সৃষ্টির সব প্রাণে-হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে সবারই মন প্রাণ হৃদয়ের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের বোধ প্রকৃত অর্থে ফুটে উঠতে প্রেরণা দেবেন। মানব সভ্যতায় ঋগ্বেদের ঋষির ধ্যানে-উপলব্ধিতে প্রকৃত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বার্তা ও বোধ সঞ্চার করেছেন। কিছু পরিমাণ বা সমাজের খণ্ড অংশের এবং পারস্পরিক ব্যক্তি স্বার্থ যুক্ত ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা সাম্য নয়।

সংসম ইত যুবসে বৃষন অগ্নে। বিশ্বানি অর্থ আ।
ঈলষ্পদে সম ইধ্যসে। স নো বসুন্যা ভর।। (ঋ. বে. ১০/১৯১/১)

বিশ্বব্যাপ্ত এই মানবের সমাজে হোক সমত্ব প্রতিষ্ঠিত সক্রিয়ভাবে জীবনের অগ্নি ব্রতপথে। সমত্বের প্রতিষ্ঠার তরে করো উদ্বোধন অন্তর মাঝের সুপ্ত অগ্নির জাগ্রত ব্যাপ্তি। যাক ছড়িয়ে জীবনের মাঝে সমত্ব প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে ভাগবতী চেতনার উদ্বোধন।

ঋগ্বেদের ঋষির আহ্বান—হে মানব তোমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। গায়ের জোরে নয়, চেতনার জাগরণের মধ্য দিয়েই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রতি দিনের চেতনায় সবার মাঝে জাগ্রত হয়ে উঠবে।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং। সং বো মনাংসি জানতাম।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজনানা উপাসতে।। (ঋ. বে. ১০/১৯১/২)

চলো সবে একসাথে চলি এই জগৎ পথে ছন্দে ছন্দের মিলনের স্বতঃ প্রয়াসে। একত্বের বাণী একত্বের বার্তা নিয়ে চলি সবে একই ছন্দের নিনাদে। সবার মনের মাঝে গড়ে উঠুক সমান আর সাম্যের বাণী জগতের মাঝে। ভাগবৎ উপলব্ধি হোক জাগ্রত হৃদয়ে হৃদয়ে হয়ে ব্যাপ্ত দেবসত্য সবার মাঝে প্রেরণার দীপ্তি।

সকলেরই মাঝে ব্রহ্ম স্পর্শ শুধু নয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে হৃদয় গুহায় আত্মারূপে তিনি করছেন অবস্থান। তিনি জীবনের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মার জাগরণ চান।

সমানী মন্ত্রঃ। সমিতিঃ সমানী। সমানং মনঃ। সহ চিত্তম্ এষাম্।
সমানং মন্ত্রং অভি মন্ত্রয়ে বঃ। সমানেন বঃ হবিষা জুহোমি।। (ঋ. বে. ১০/১৯১/৩)

মন্ত্রের সাধন হোক সবার মাঝে সাম্যের সহযোগের ও মুক্তির জন্য। সব মনের আকূতি হোক একই রকম। মনের মাঝে মানবিক মানুষটি সবাইকে ভগবানেরই অংশ জ্ঞানে সবারই সাথে গড়ে তুলুক সম্প্রীতি, সাযুজ্য। একমন গড়ে উঠুক বহু মানুষের মনগুলির মাঝে। বিভেদের আর বিভিন্নতার চেতনাকে সরিয়ে রেখে জেগে উঠুক এক ও একত্বের অনুভব-উপলব্ধি সবার মনে।

সমানী বঃ আকূতিঃ। সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানম অস্তু বো মনঃ। যথা বঃ সুসহাসতি।। (ঋ. বে. ১০/১৯১/৪)

হৃদয়ের বাসনার বিভিন্নতাকে ভুলে গিয়ে প্রস্তুত হোক একই হৃদয়ের আকূতি। হৃদয় বাসনা করুক স্বাধীন চেতনায় মুক্তির অভীপ্সা। ভগবানকে হৃদয়ে বরণ করে নিয়ে গড়ে উঠুক সব হৃদয়ের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অনবদ্য আকূতি। জীবনের পর্বে পর্বে এই আকূতি হয়ে উঠুক বাঙ্ময়।

বস্তুত সব মানবের জীবনেই সব সাম্য ও স্বাধীনতার আহ্বান রয়েছে উন্মুক্ত। এই আহ্বান জীবনকে চেতনার বিস্তারে সাহায্য রূপেই রয়েছে নানা দিকের হাতছানি। এমন সব হাতছানিই জীবনকে নবীন প্রেরণার দিকে যেতে পারে। ভগবান স্বয়ং এই আত্মা রূপে অন্তর মাঝে হয়ে রয়েছে স্থিত। এই তিনি বিশ্বমাঝে বিশ্বপুরুষ বিরাজ মান।

'When the soul claims freedom, it is the freedom of its self-development, the self development of the divine in man in all his being. When it claims equality, what is claiming is freedom equally for all and the recognition of the same soul, the same godhead in all human beings. When it strives for brotherhood, it is founding that equal freedom of self development on a common aim, a common life a unity of mind and feeling founded upon the recognition of this inner spiritual unity. These three things and in fact the nature of the soul's for freedom, equality, unity are the eternal spirit. It is the practical recognition of this truth, it is the awaking of the soul in man and attempt to get him to live from his soul's.

(Sri Aurobindo, The Ideal of human unity, first published in Arya, Religion of Humanity, p. 545).

সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঋষিগণ শ্রদ্ধায় হয়ে ভরপুর। সমাজের সত্য বর্তমানে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। নিজের অহং এর দাপট আর সত্ত্ব-রজঃ তখনই হয়ে ক্ষুদ্রতা, মৌলিক ঐক্যকে সরিয়ে গ্রাস করে নেয়। ঋষি দিয়েছেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আহ্বান। এমন আহ্বান সকলেরই জন্য। শ্রমিকের ডিক্টেটরশিপ বা প্রলেতারিয়েট ডিকটেটরশিপ একটি শ্রেণীর আধিপত্য সৃষ্টির তত্ত্ব। জগৎজনের মধ্যে সামগ্রিক মৈত্রী সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিপরীত মেরুতে রয়েছে এই সব খণ্ড তত্ত্ব ও উদ্যোগ। ইতিহাস প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছে ডিক্টেটরদের বন্যতায় বিধৃত ভয়াল নখ-দাঁতের আস্ফালনকে। ভগবৎ পথ ব্যতিরেকে সাম্য-সমন্বয়-মুক্তি দূরের বস্তু থেকে যায়। ভগবৎ উপলব্ধি হলেই জানতে পারবে সকলেই সমান, সবাই আপনার — কারণ ভগবানকে ভালবেসে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বরণ করেই জানতে পেরেছ সত্যি করেই সবাই তোমার আপনার। 'যতঃ বৈ ইমানি' - সবই ভগবানেরই প্রকাশ, যেমন তুমি নিজেও ভগবানের প্রকাশ। তাই সকলের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভগবত্তাকে সম্মানে বরণ ও গ্রহণ কর আপনার করেই। সব মন প্রাণ হৃদয় ভগবানের চরণে হোক নিবেদিত মহা সাম্যবোধে। হোক প্রতিষ্ঠা সামগ্রিক মৈত্রী ও চেতনার স্বাধীনতা।

—ঃঃ—

মর্তমাঝে অমৃতের বার্তা

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেকার গূঢ় সত্য হল সব জীবনেরই আদি প্রকাশসূত্র আনন্দ। ভগবৎ ভাবদীপ্তিই রয়েছে সৃষ্টির অভ্যন্তরে সর্বত্র। তিনিই বিরাজমান সর্বত্র। সর্বজীবের মধ্যে। আনন্দ কণা হয়েই সবার প্রাণের মাঝে বিরাজ করছেন ভগবান। ব্রহ্ম স্বয়ং বিরাজ করেন এক চেতন বিন্দু হয়ে। এই চেতন বিন্দু প্রাণের মাঝে সদাই হয়ে থাকে ভাস্বর। এটিই জীবনের আদি সত্যের বীজ। প্রাণকণার বিকাশ এই সত্যকেই ধারণ করে এরই মাঝে গড়ে ওঠে চেতনার বিকাশ। আনন্দময় তিনি আনন্দের কণাপ্রকাশ হয়ে জীবন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি স্বতঃই হয়ে ওঠেন জীবন মাঝে মূর্ত। কিন্তু এই বিকাশ পর্ব ক্রম পর্যায়ে ফুটে ওঠে। জীবনের মাঝে মৌল প্রেরণা হয়েই বিরাজ করেন আনন্দময় সচ্চিদানন্দ স্বয়ং। আনন্দময়ের এই জীবন যজ্ঞটি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েই থাকে। জীবনে জীবনে ব্যাপ্ত এই স্পন্দনই ব্রহ্মসত্য। এটি ফুটে ওঠে জীবনের মাঝে সদা বিস্তৃতির প্রভায়।

অথঃ এনম আচামতি তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্।

ব্রহ্ম সনাতন জগৎ মাঝে বিরাজ করেন সর্বরূপে। তাঁর জ্যোতির্ময় প্রভা আলোক ও শক্তি হয়ে মানবের জীবন মাঝে স্বতঃই ব্যাপ্ত। তিনিই ব্রহ্মময়ী জগন্মাতার কাছে দিয়েছেন এগিয়ে শক্তি সম্পদ। যা কিছু জগৎ ব্যাপ্ত গতিশীল জীবনের অঙ্গে হয়ে রয়েছেন স্ফূর্ত তারই এখন বিকাশ পর্ব জগৎময়। সর্বত্র ব্যাপ্ত এই শক্তির কণারূপ যেন ব্রহ্ম সনাতনের স্বয়ং তেজঃ প্রকাশ হয়ে জগতে রয়েছে ব্যাপ্ত। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এই জগৎ মাঝে হয়েছেন স্বয়ং প্রতিভাত সদা অন্বয়ে। তিনি প্রভাময় হয়ে জগতে ছড়িয়েছেন স্বীয় ব্রহ্মদীপ্তি এই আলোর ধারা বর্ষণের মধ্য দিয়ে।

মধুঃ বার্তা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

দিব্য আলোক জগৎ মাঝে এগিয়ে দিয়েছে দিব্য চেতনের অখণ্ড বার্তা। পরমাত্মা স্বয়ংই হয়েছেন ঐ দিব্য আলোক বর্ষণকারী। সদা অন্বয়ে তিনি আলোকের ধারাকে জগৎ মাঝে করেছেন অন্বীত। এমন আলোকের নিত্য বর্ষণ জীবনের কাছে নিয়ে আসে ভগবানের মধুস্পন্দন। মধুময় এই বার্তা ক্রমে জীবনকে যেন সার্বিকে বরণ করে নেয়। এই অনন্ত প্রবাহ মাঝে হয়েছে যে স্পন্দন তারই এখন জাগরণ ক্ষণ।

মাধ্বীঃ নঃ সন্তোষঃ ঔষধীঃ ভূঃ সাহা।

মধুবার্তা হল ভগবানের বার্তা। জীবনে ভগবানের স্পর্শ নিয়ে আসে মধুময় স্পন্দন। এমন বার্তা যারই উন্মেষ জগতের ভূমিতে, জলে, অন্তরীক্ষে, আকাশে, বায়ুতে, মহাশূন্যে সর্বত্র হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত। যে জীবন নিজ প্রয়াসকে সংহত করে নিবেদন করেছে, সেইই পারে।

ভর্গোঃ দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তম্ উত উষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

ভগবৎ ভাব মধুকে জীবনে পেতে হলে প্রয়োজন জীবন মাঝে নিত্য সংযোগ স্থাপন। এই নিত্য সংযোগ গড়ে ওঠে, ভাবে-রসে-মাধুর্যে। এমনই ভাব মাধুর্য যেখানে অনন্যতায় ভরে ওঠে জীবনের সব কর্ম-ভাব-চিন্তার প্রবাহ। ভগবানই যেন ভাবমাধুর্যে ভরিয়ে দেন।

মধুঃ দ্যৌঃ অস্তু নঃ পিতা। ভুবঃ স্বাহা।

মধুময় ভাববৃত্ত যেন জীবনের সব গ্লানিকে সরিয়ে দিয়ে ভরে দেবে অনন্য ভাব প্রভাহে। এমনই ভাব বৃত্ত যার অনন্ত বিস্তারেও যেন মধু ব্যাপ্ত এক অনন্য প্রকাশ চেতন গড়ে দেবে। জীবনের সব ভাল-মন্দ, ভাঙা-গড়া, ওঠা-নামা; ক্লান্তি-শান্তি, দুঃখ-সুখ সবেরই সব আস্তরণ পেরিয়ে ভগবানের বার্তা আর ভাবস্পন্দন জীবনের সবদিকগুলিকে আবর্তন করে নেয় মধু সঞ্চারে।

ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। মধুমান নঃ বনস্পতিঃ। মধুমান অস্তু সূর্যঃ।

অনন্ত ঐ ভাবময় তিনি রূপ লোকে রূপে রূপে প্রেরণা আর আনন্দ কণা হয়ে রয়েছেন ব্যাপৃত। রূপলোক পেরিয়ে রসলোকে তাঁর সঞ্চার ক্রম বিকাশে হয়ে ওঠে মূর্ত একান্ত ভাব বিকাশের স্তরে স্তরে। ধ্যানচেতন সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর এই মধুময় ব্যাপ্তিরপায় অনুভব।

মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহেতি। সর্বাম চ সাবিত্রীম্।

মহাবিকাশের এই পর্বে ভগবান স্বয়ং আনন্দময় চেতন স্পর্শ নিয়ে হয়েছেন জগৎ মাঝে উপস্থিত। এই আনন্দময় চেতন সত্ত্বা স্বয়ং জীবনের পর্বে পর্বে করে প্রবেশ দিব্য চেতনের স্পর্শ দিয়েছন জীবন মাঝে স্বতঃ অন্বয়ে। যে ভাবদীপ্তি এমন করেই চেতনার গভীরে প্রবেশ করে জীবনকে দিব্য চেতনে করেছে আপ্লুত তাঁরই এখন আলোকময় সূর্যদীপ্তিতে প্রকাশ।

অন্বাহঃ সর্বাঃ চ মধুমতীঃ। অহম এব ইদম্ সর্বম ভূযাসম্। ভুঃ ভূবঃ স্বঃ।

যখন আসে জীবন মাঝে ব্রহ্মস্পর্শ হয়ে ওঠে জীবন অনন্ত ভাবস্পর্শে দীপ্ত শিখাময় ব্রহ্মসত্ত্বা। অনন্ত চেতন এখন জীবনের মাঝে হয়ে চলবেন জগৎ পথের দিশারী। যে জীবন এ পর্যন্ত জড় ভাব মণ্ডিত হয়ে ভাস্বর তারই এখন নিত্য বিকাশ পর্ব। এখন কর্মে-ধ্যানে-জ্ঞানে সর্বত্র জীবনের এই গতিময় মধু আস্তরণ হয়ে বিরাজ করবেন জগতের সর্বত্র হয়ে কালের সীমা পেরিয়ে যাবে।

অন্ততঃ আচম্য পানী প্রক্ষাল্য জঘনেন অগ্নিং প্রাকশিরাঃ সংবিশতি।

এখন ব্রহ্মভাবময় এই জীবনের গ্রহণীয় ভগবানই একমাত্র ভাবময় হয়ে বিরাজ করবেন। যে ভাব বিকাশ এখন অন্ত প্রসারী। পৃথিবীর যা কিছু বাস্তব সবই মানবের চিত্তময় কখনও জগতে বিকশিত হতে বিস্তৃত হতে সময়ের পথে করেছে। এই কাল নিয়ন্ত্রিত জীবন ও প্রকৃতির হাত ধরেই বেড়ে ওঠার সীমা চিহ্নিত করবার এই বার্তা জগতের নবীন উন্মেষে অভিপ্রায়ে সূর্য দীপ্তি এখন জীবনকে ভাগবতী প্রভার গভীর আলোকে প্রবাহে করবে স্নাত সময়ের সব সরনির মধ্য দিয়ে। জগৎ ও জীবনের এই নবীন মাত্রা পূর্ণতায় বিধৃত। জীবন এখন মধুময়, অঙ্গে অঙ্গে ভগবৎ স্পর্শের কস্তুরী প্রাণ যেন হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত। এখন জগতের সব গ্লানি, অন্ধকার আলোর প্রবাহে চলমান হয়ে জীবন সদানন্দে বরণ করে নিয়েছে ঐ শাশ্বত সনাতনের ভাবদীপ্তি। জগতের মালিন্য মুক্ত হয়ে, সব অন্ধকারের সীমা পেরিয়ে এখন ব্রহ্মলোকই জীবনামৃত হয়ে বিরাজমান।

সমাধী পর্বের বাকস্ফীতিঃ অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমৌ বিপ্রেতি আসমৎ।
অকারি রত্নধাতম্।।
যঃ ইন্দ্রায় বঃ চয়ুজা ততক্ষুরঃ মনসা হরী।
শমিভিঃ যজ্ঞম অশতঃ। (ঋ. বে. ১/২০/১-২)
তোমারই চেতন দ্বারে এসেছেন তিনি সাথে লয়ে বিশেষ প্রকাশ ক্ষেত্রে।
সমাধির প্রান্তে হয়েছে উপনিত সাধন মুক্তির দ্বারে করেই আবাহন।
দেবতার এখন নবীন প্রকাশের ক্ষণ জগৎপটে সাধকের চেতন দ্বারে।
এখন এই ক্ষণ হয়েছে প্রবল সাধন চেতন উন্মেষ তরে এগিয়ে চলতে জগতে।
সত্যের আকৃতি জেগেছে যে মনে তোমায় আবাহন জানাবার মন্ত্রে।
নিত্যই চলে চলমান আবহের রচনায় তোমারই তুমিরে করতে বরণ জীবনে।
মনের ভাবনায় জমেছে যে সম্পদ হয়েছে সে দিব্য চেতনে ভরপুর এই জগতে।
দেবতার উদ্যোগে চলেছে এগিয়ে মানবের দেবার্পনের উদ্যোগে।।

অমৃতের বার্তা এসেছে জীবনে ঃ তক্ষণ নামতাভ্যাং পরিজমানম্ সুখম্ রথম্।
তক্ষণ ধেণুং সবদুর্ঘাম।।
যুবানা পিতরা পুণঃ সত্য মন্ত্রী ঋজুঃ যবঃ।
ঋভবৌ বৃষ্টি অশ্রুতঃ।। (ঋ. বে. ১/২০/৩-৪)
যজ্ঞের বেদীতে করেছি তোমায় আহ্বান কর্মের প্রেরণায় নিত্য আবেগে।
তোমারই উদার মনন সংবেদে জেগেছে প্রেরণা সাধন সত্যের উন্মোচনে।
তোমায় দিতে উদার আনন্দের প্রবাহ এসেছি কর্মের অঙ্গনে তোমায় স্মরণে।।
দিয়েছ এগিয়ে তোমার বার্তা চেতন পথে সর্ব বেদনার নিরসনে অমৃত বর্ষণে।
জগতের পথে চল এগিয়ে হয়ে যৌবন সামর্থে ভরপুর নবীন উদ্যোগে।
সরিয়ে দাও পিছে সকল জরা মৃত্যু ব্যাধি সত্যের মন্ত্র কর নিষিক্ত জীবনে।
সব অঙ্গে হয়ে প্রবিষ্ট মর্মের এই জীবন মন্ত্রের উজ্জীবনে।
দেবতার বরে দেবতার স্পর্শে চলুক এগিয়ে দেব অভীপ্সার ধারা।।

সাধন চেতনের উত্থান ঃ সং বো মৎ অসৌ অগ্মত। ইন্দ্রেণ চ মরুৎ বতা।
আদিত্যেভিঃ চ রাজভিঃ।
উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর চতুরাঃ পূর্ণঃ।
দেবস্য নিষ্ক্রিতম্ অকর্তাঃ।। (ঋ. বে. ১/২০/৫-৬)
ভাগবতী আলোয় দেখি নিত্যই ভাগবতী চেতন আনন্দ সংবেদ।

করেছি প্রতীক্ষা আগমন তরে এ যাবৎ রয়েছে যে সাধন আহ্বান
তাকেই করে বরণ চলেছি এগিয়ে সাধন প্রেরণায় হবে অবতরণ।
সূর্য দেবতা দিয়েছে প্রেরণা দিবসের সব আলোক আহ্বানে।
তাকেই করে বরণ চলেছি এগিয়ে সাধন প্রেরণায় হবে অবতরণ।
সূর্য দেবতা দিয়াছে প্রেরণা দিবসের সব আলোক আহ্বানে।
জীবনের চার পথের যত আরোপ হয়েছে জীবন তরীর মূর্ত সংবেদে।
নিত্যই নবীন হয়েছে যে প্রাণের অনুভব মাধুর্য সাধন পথের মাঝে।
প্রকাশ মার্গে দিয়েছে ধরা জীবনের এই নিত্য আবহে এগিয়ে চলতে সম্মুখে।
যে প্রেরণার দীপ্তি দিয়েছ তুমি হোক তারই নিত্য দিনের স্বতঃ প্রকাশ।।

নিশ্চিত সাধন পথে ঃ তে নো রত্নানী ধত্তনঃ। ত্রিরঃ সাপ্তানী সুন্বতে।
একম্ একম্ সুশস্তিভিঃ।। (ঋ. বে. ১/২০/৭)
অধারয়ন্ত বহঃনায় অভিজয়ন্ত সুকৃতীয়া
ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্।। (ঋ. বে. ১/২০/৮)

দেবতা তোমার অসীম করুণায় হয়েছে জীবনের স্বাধীন প্রগতি।
উপলব্ধির পথে জেনেছি তোমায় আরও প্রবলভাবের গভীরে করি আহ্বান।
জাগ্রত সাধন অঙ্গে তোমার দেওয়া সাধন ফল এসেছে তোমার অঙ্গন থেকে।
এখন একুশ প্রকরণের সমাধির রাজ্যে হবে প্রবেশ নিজেরই সাধন মার্গে।
দেবতার দেওয়া এই সাধন পথে চলেছি এগিয়ে দেবশক্তির প্রেরণার সদা আবর্তে।
ভজনার পথ থেকে চলেছি কর্মের মার্গে করতে বরণ প্রজ্ঞার সরণিতে।
তোমার রয়েছে যত সরে যাওয়া চেতন হোক তাদেরও স্ফূর্তি জীবনে।
তোমার থেকে এসেছে প্রেরণার দীপ্তি করতে বরণ তোমাকেই।

জগতের আকাশে উদিত সূর্যই এখন ব্রহ্মদীপ্তির জগৎময় বিস্তার ঘটিয়ে দিয়েছেন ভাবপথে। আদি দেবতার বার্তা বহন করে এনেছেন আদিত্যদেব তাঁর শ্বেত শুভ্র দীপ্তির প্রভা দিয়ে। দেবাদিদেব যে যে সৃষ্টির বীজ স্থাপনা করেছেন এখন জগন্মাতার এই দৃপ্ত প্রকৃতি বরণ করে নিয়েছে নিত্য নিমন্ত্রণের ঐ আদিত্যের দিব্য পরশকে। ইনিই জগৎ মাঝে পরমাত্মার বার্তা দিয়ে এসেছেন আলোর পথ দিয়ে। যে মহা চৈতন্য সৃষ্টির আদি পর্ব থেকেই এই বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনিই এখন স্বয়ং আলোক রূপ হয়েছেন জগৎময় ব্যাপ্ত। যে মহাশক্তি এই জীবন সকল এই জগতকে করেছেন মূর্ত তিনিই এখন দিব্যচেতনের জগৎ রূপে হয়েছেন জগতের মাঝে আলোক প্রকাশী। তিনিই আনন্দ ব্রহ্ম।

প্রাতঃ আদিত্যম উপতিষ্ঠতে দিশাম এক পুণ্ডরীকম্ অসি

অন্তরের আকাশে ঐ ব্রহ্ম সনাতনের এখন ক্ষণ উন্মেষের। প্রেরণার দীপ্তি হয়েই এ পর্যন্ত তার এই বিপুল ব্যাপ্তি অনন্ত প্রবাহে সর্বত্র সর্বময় ভাবচেতন হয়ে মূর্ত বিরাজিত। এই ভাবপর্ব তাঁরই বিকাশের। অনন্যতায় ভরপুর এই বিকাশ পর্ব দিব্য তার প্রবাহের পূর্ব ও অন্তরূপ। প্রকৃতির পথ চলায় এই অনন্য ভাব বিকাশ হয়েছেন জীবনময় এক সদা উজ্জ্বল দীপ্তি। যে অনন্ত রূপময় ভাববিকাশ এখন রূপলোকের কাছে হয়েছেন দিব্য স্পর্শ, রসলোকের গভীর স্পন্দনে এই ভাবই স্পন্দিত হয়ে চলেছে স্বতঃই। সাধন চেতন অনন্যতায় সমাধি তার স্পর্শ পায়।

অহম মনুষ্যানাম এক পুণ্ডরীকম্ ভূয়াসম্ ইতি।

বিকশিত পুষ্পের প্রকাশ এখন তাঁরই। চেতনার দীপ্তি জীবনময় হয় প্রসারিত এখন ভাস্বর অন্তরের চেতন আকাশে। যে চায় সে পায়। মহাচৈতন্যের এই জগৎ দীপ্তি এখন ভাস্বর অনন্য ভাবপথের মহাযজ্ঞে ব্রহ্মসনাতনের নিবিড় দীপ্তির রসময় প্রভায়। তাঁরই এখন ক্ষণ মহাপ্রকাশের পার্থিব চেতনের ভাবদীপ্তি সমাধি চেতনের আকাশে মহাশূন্য হয়েই এখন বিরাজমান। জীবনময় এই রসলোকের বার্তা এখন চতুর্দিকে।

যথা ইতম এতঃ জঘনেন অগ্নিম্ আসীনঃ। বংশম্ জপতি।। (বৃ. উ. ৬/৩/৬)

রূপের মাঝেই হয়েছে ব্যাপ্ত অরূপের বার্তাসমূহ। জগতের সব বিকাশই আনন্দময়ীর আনন্দধ্বনী। সব বিকাশের মাঝে রয়েছে বস্তুত ঐ মাধুর্য কণা। মানবের জড় উদ্যোগ, জগতের কর্মাদি সবই হয়ে রয়েছে আনন্দময়ের আনন্দ নিনাদ সম্পৃক্ত। তিনি এই জগৎময়

ব্যাপ্ত মহাপ্রকৃতির কণায় কণায় আনন্দের ধ্বনি দিয়েছেন ছড়িয়ে। যে আনন্দধারা এখন জীবনে হবে ব্যাপ্ত তারই বিকাশ পর্ব হয়ে উঠবে এই জগৎ ও জীবনের বিস্তৃতির পথ। কর্মের আবহ সৃষ্টি হয়েছে এই মহাপ্রকৃতির বিকাশের পথ দিয়েই তিনি নিত্য সঞ্চালনে জীবনের নিত্য বিকাশের উৎস করেছেন ব্যাপ্ত জগৎময়। সমগ্রতায় জগতে হয়ে চলেছে তাঁরই সৃষ্টির মহাযজ্ঞ। একটি পর্বে সৃষ্টির দ্যোতনায় এসেছে জগতের সবকিছু। মানব, মানবেতর বৃক্ষাদি, তরুলতা, গুল্ম, ক্ষুদ্র বৃহৎ সব প্রাণ—জলে, স্থলে আকাশে আর সবার উপরে হয়েছে মানবের সৃষ্টি। সৃষ্টির দ্যোতনায় এসেছে কর্মের বার্তা। বেড়ে ওঠার বার্তা, গড়ে তোলার বার্তা। তাই তো মানবের মন প্রাণ হৃদয়ের দ্বার হয়ে উন্মোচিত ঐ সব বার্তার হয়ে উঠেছে কর্মনিনাদ। এক একটি প্রাণের মিলন পর্ব একেক ভাব বিন্যাসে হয়েছে সম্পন্ন। এই প্রবাহ পর্ব হয়ে চলেছে কালের সরণী ধরে। মহাকালের এই এই কালপর্বের কর্মশালা সবই সমগ্রতে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গড়ে দিতে চলেছে ক্ষণ মাঝে অসীম কালসীমার প্রবাহ। জীবন সতই তাই ভাঙতে গিয়ে আবার গড়বার প্রয়াস করে। ভাঙবার এই ক্ষুদ্র ক্ষণগুলিই আবার গড়বার ঐ বৃহৎ পর্বের সঙ্গেই মিশে গিয়ে কালের বেড়া টপকে যায়। অখণ্ড অনন্তকাল প্রবাহ এখন খণ্ড, ক্ষুদ্র কাল খণ্ডের ক্ষুদ্রত্বের জালে বদ্ধ হয়ে যায়। অনন্ত এখন সীমার পরশকে বরণ করে নিয়েই সীমায়িত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, জ্ঞানকণায় হয়ে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছেন সদা বিকাশশীল এক জগৎ যন্ত্র। প্রতিটি সৃষ্টির কণাই এই জগৎ যন্ত্রের অংশ হয়ে সদা প্রবাহে হয়েছেন নিত্য ব্যাপ্ত। যা কিছু ছিল একান্ত, ঘন-আপনার তারই এখন বিকাশক্ষণ সীমার বন্ধনকে করে ছিন্ন চলতে এগিয়ে অনন্তের সব সীমায় পৌঁছে যাওয়ায়। যে বার্তা ছিল অব্যক্ত, হয়েছে সেটি মূর্ত জীবন চলার এই ক্ষণে। এখন বার্তা রূপশরীর হয়েই জগতে ক্রিয়া পরশ এনে দেয়। ঐ ভাববিকাশের পর্বে এখন এসেছে জোয়ার। ব্রহ্মানন্দের জোয়ারে এখন প্রাণদীপ্তি ভাস্বর। নবীন সৃষ্টি, নবীন প্রকাশের পথে হয়ত বা ছিল বিরাজিত জীবনময় ব্রহ্ম অনুভবের দীপ্তি। আদিব্যের আলোকপ্রভা এখন দিয়েছে জাগরণের শক্তি। মহান এই আলোক প্রভা জীবন আর জগতের ব্যাপ্তির প্রয়াসে দিয়েছে নবীন সৃষ্টির পূর্ণতার জন্য। এখন আবার রূপলোকের সমান তাৎপর্যময় করে দিয়েছেন। মানবের জীবন অভিযান, জলপথে, স্থলে, আকাশে ব্রহ্মবার্তার মধুময় নিনাদ ব্যাপ্ত। যে প্রাণ নটরাজের এই মহাবিশ্বের স্পন্দন হয়েছে এখন প্রাণের বিকাশের মহাশক্তি। যে প্রাণ চায় তারই এখন হবে। প্রাণের মাঝে অবাক স্পন্দন এখন ব্রহ্মানন্দে ভরপুর ব্রহ্ম সনাতনের নিত্য বিস্তার পর্বে। ঐ ভাব স্পর্শে এখন আবার দৃপ্ত ভাববিকাশকে কর্মের মহিমায় করে তুলবে ভরপুর। জগদানন্দ হবে ব্রহ্মানন্দে স্নাত।

পরম আগ্রহে আহ্বান দেবতায় ঃ

ইহ ইন্দ্রঃ অগ্নিঃ উপ হবয়ে তয়োরিত স্তোমম।
উশ্নসি তা সোমং সোমপাতমা।।
তা যজ্ঞেষু প্র শংসতে ইন্দ্রঃ অগ্নিঃ শুম্ভতাঃ।
নরঃ তা গায়ত্রেষু গায়তঃ।। (ঋ. বে. ১/২১/১-২)

তোমার রাজত্বে করেছে রচনা সাধন পথের আবাহন বার্তা।
তোমারই মন্ত্রের পাতনে হয়েছে তোমায় করে একান্ত আপনে।
নিয়েছ আহ্বান ইন্দ্রের আকর্ষণী অগ্নির নিবেদনে মনে, হৃদয়ে।
তোমায় করি বরণ নানা রূপের মাঝে তোমারই নিত্য প্রকাশে।
তোমার গুণকীর্তন হয়েছি মাতোয়ারা মনেরে নিয়ে সাথে এগিয়ে
হৃদয়ের তন্ত্রী এখন উঠেছে জেগে তোমায় করে সম্ভাষণ নিত্য দিনে।
গায়ত্রীর মন্ত্রধ্বনিতে করেছি তোমায় আবাহন জীবন মাঝে অগ্নি রূপে।
হৃদয় মাঝে হয়েছে রচনা তোমারই আসন কীর্তনে সদা আনন্দে।

সাধন প্রাবল্যে দেব আগমন ঃ

তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রঃ অগ্নিঃ তা হবামহে।
সোমপা সোমপীতয়ে।।
উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুত।
ইন্দ্রঃ অগ্নিঃ ইহ গচ্ছতাম।। (ঋ. বে. ১/২১/৩-৪)

দেবতার বরে হয়েছে প্রবল দেবচেতনের নিত্য উন্মেষে।
সাধন আগ্রহে হয়েছে অনুভব তোমার অনন্ত ভাবরাশি।
দিয়েছ বিলিয়ে অগ্নির যজ্ঞে করেছ পূর্ণ কৃপা প্রসাদে।
এখন দেবতার মিলন প্রভা হবে উন্মোচন সাধন প্রকাশে।
দেবতা তোমায় করেছি আমন্ত্রণ জীবনের এই চেতন আকাশে।

জগন্মাতার এই ক্ষেত্রে করেছি তোমায় নিবেদন সাধন সত্য চেতনে।
দেবচেতনের ভাবসম্পদ হোক উন্মোচন জীবন মাঝে স্বতঃ প্রকাশে।
এখন তোমার ভাবপ্রসাদে হয়েছে ভরপুর এই জীবনের পর্বে পর্বে।।

দিব্য সূর্যের দিব্য আলোক ঃ যৎ ইয়া তং শুভষ্পতী। বরেয়ং সূর্যাম উপঃ।
একম এক চক্রম বাম আসীৎ। একঃ দ্বেষ্টায়ঃ তস্থঃ অথঃ।।
দ্বে তে চক্রেঃ সূরয়ে। ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথঃ একম্ চক্রয়তম্ গুহা। তৎ অদ্বীতিয় ইৎ ইদঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১৫-১৬)

ঐ দিব্য সূর্যের দিব্য আলোক বার্তা এসেছে জীবন মাঝে।
জীবন চলার পথে এমন আলোর ধারা করেছে নিত্য প্রভায় স্নাত।
এমন করেই জগৎ পথের মানব জীবনে দিব্য বার্তা হয়েছে পূর্ণ।
হোক জীবনের এই দৃপ্ত প্রবাহ মূর্ত অনন্ত ভাবময় আলোয়।
যে জীবন মাঝে এসেছে পরশ এমন আলোক ধারায় হয়ে স্নাত।
হয়েছে তারই নিত্য প্রভায় দৃপ্ত প্রকাশ জীবন পথের এই প্রবাহে।
আসুক ঐ আলোর স্রোত জাগরণের এই পর্বের নিত্য প্রকাশে।
এই মানব তনু এখন হবে নিত্য ভাব প্রবাহে দিব্য স্নাত।।

নবীন জীবনসূর্য ঃ সূর্যায়ে দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ। যে ভূতস্য প্রবেচেতম্।
ইদং তেভ্যৌ অকরং নমঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১৭)

এই দৃপ্ত প্রকাশ হয়েছে ঐ দিব্য ভাবপ্রবাহ পর্বে।
এখন জগৎ মাঝে যে জড় প্রকাশ হয়েছে তারই বিকাশে।
নবীন জাগরণের এই পর্বে সাধকের উপলব্ধি সঞ্চার স্বতঃই।
হোক যত জাগরণ প্রদীপ এখন জীবনের এই ক্ষণ প্রকাশে।
এখন জীবনের পর্বে পর্বে হয়েছে প্রজ্ঞার প্রদীপ ভাস্বর।
হোক এই আলোর এখন নবীন প্রকাশ দৈবী প্রেরণায় যুক্ত।
এই জীবন মাঝে উঠবে ফুটে জগতের প্রজ্ঞার
হোক তারই নবীন প্রভাত হয়ে জাগ্রত চেতন পথে।।

বিশ্বময় হয়ে চলেছে নিরানন্দের মহড়া। মানুষের জীবন মাঝে রয়েছে বিপুল সব দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার। জীবন পরিগ্রহ করবার পথেও রয়েছে আনন্দহীনতা। বিশ্বময় ব্যাপ্ত কর্মরাজির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে যে সত্য সেটি জীবনের সরল পথে এগিয়ে চলবার দায় নয়। এটি হয়ে চলে স্বতঃই ব্যাপ্ত জীবন মাঝে যে ভাব বিকাশ তারই সূত্র ধরে। একান্ত ভাবমার্গে এই এই অনন্ত প্রবাহ হয়ে চলবে জীবন পরে এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে। জীবনের সরল এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে অসীমের আহ্বান। অসীমের আহ্বান জীবনকে নবীন ভাবপথ এগিয়ে দিতে পারে। এমনই বিকাশ মার্গ হয়ে রয়েছে নিত্য নিরঞ্জনের এক প্রকাশ পর্ব। এই প্রকাশ স্বতঃই জীবনের নিত্য প্রকাশের মধ্য দিয়েই হয়ে উঠবে ভাস্বর। যে ভাবপ্রদীপ বিশ্বময় আলোক ধারা করে চলেছেন আলোক ও শক্তির ধারা। এমনই হয়ে চলবে জীবনের নিত্য বিকাশের এই পর্ব। এই অনন্ত প্রবাহী মহাকালের কাল সঞ্চার জীবনকেই চলবে নিত্য আহ্বানে তৎপর। এমন ভাবদীপ্তি কর্মের বাতায়নে কর্মফলের সব সঞ্চয়কে করে অতিক্রম এগিয়ে চলবে প্রাণময় জগৎ শক্তির ধারা। ভাবদীপ্ত এই কর্মরাজিরই এখন নিত্য বিকাশের উন্মুক্ত ক্ষণ। ভগবানে নিবেদিত এই ভাবপ্রদীপই দৃপ্ত ভাবধারা করে বরণ আনবে জীবনের পটভূমিতে নিত্য বিকারে ভাবধারায় হবে পূর্ণ। পূর্ণ প্রবাহে এই ভাব বিকাশ জীবন ব্যাপ্ত হয়েই চলবে বহু বৈচিত্রে অনন্তের সীমায় হয়ে পরিপূর্ণ। চলার পথেই তার বিকাশ স্বতঃই।

মধুবার্তা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম উত উষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌ অস্তু নঃ পিতা।
মধুমান ন বনষ্পতিঃ মধুমানঃ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ। (ঋ. বে. ১/৯০/৬-৮)

আনন্দঘন মনের দীপ্তি জীবনের ব্যাপ্ত প্রকাশের মাঝে হয়ে উঠবে বিস্তৃত। নিত্য নিরঞ্জন এই সময়ের অবাধ প্রবাহের পথ দিয়ে গড়ে তুলবে কর্মের এক মালিন্যযুক্ত জগৎচক্র। কামনা-বাসনার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই রয়েছে কর্মের ও তৃপ্তির সূত্র। জগৎ চক্রের

মৌল চালিকা শক্তি ও স্বতঃ বিকাশের মূর্ত প্রভায় হয়ে উঠবে বিকাশের পর্ব। জগৎ চক্রের এই মূর্ত প্রবাহ হয়ে ওঠে মালিন্যের প্রভায় লিপ্ত। এমনই বিকাশের পূর্ণ দীপ্তি জীবন পথের সব জাগরণ প্রভাকে করে দেয় লুপ্ত, অবলুণ্ঠিত। বিশ্বমাঝে ব্রহ্মানন্দের দৃপ্ত পরশ যখন নিয়ে আসে চাওয়া-পাওয়ার বেশাতি এমনই বিস্তৃত সব প্রবাহ জগতের নিত্য ভাব বিকাশে হয়ে যায় যুক্ত। জগৎচক্রের যে মনের ব্যাপ্তি তারই হয়ে ওঠে জগৎময় ছড়িয়ে যাওয়ায়। আনন্দ হারিয়ে যায়। জীবনের পথ চলায় এমনই ভাববিকাশ জগতের জন্য হয়ে ওঠে সদা অন্বীত। জীবনের পথ চলা কর্মাদি এমন অবস্থায় হয়ে যায় আকাঙ্ক্ষার পূরণকারী উপাদান। যেন জীবনের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ আহরণ করে নেওয়ার কর্মের উদ্দীপনা, কর্মের কৌশল, কর্মের সম্পাদনা, কর্মের সম্পূর্ণতার মধ্যে প্রতিটি পর্বেই থাকে ছড়িয়ে বাসনার আগুন। মনের অঙ্গন বাসনার আগুনে হয়ে থাকে গণগনে বাসনায় দগ্ধ মন কর্মের পরিণতিতে পায় শুধু ক্লান্তি আর কিছু প্রাপ্তি।

ভগবানকে বরণ করতে জেনেছে যে মন তারই হয় সেই সৌভাগ্য আনন্দের পরশ প্রাপ্তির। আনন্দময় তিনি আনন্দের বীজ দেন ছড়িয়ে। যে মন পারে ঐ আনন্দ বীজ বরণ করে নিতে সে মনই পারে ঐ পরশকে জীবনের পর্বে পর্বে ছড়িয়ে দিতে। অন্তর প্রদেশ মালিন্য মুক্ত হয়ে যায় ভগবৎ ভাবনার দীপ্তিতে। বাসনার বীজক্রমে যায় শুকিয়ে। এমন জীবন প্রবাহ জগৎ মাঝে সুখ-দুঃখের বাধা পেরিয়ে ভাগবতী আনন্দের ঠিকানা পেয়ে যায়। মধুময় হয়ে যায় সেই অন্তর প্রদেশ যে চায় সদাই নিত্য ভাবপ্রবাহে ভগবানকে মনন করতে হয়ে আনন্দস্নাত। সকল বাসনা-কামনার করে নিরসন জীবন মাঝে যখনই গড়ে উঠবে ভগবৎ প্রীতির দৃঢ়ভিত্তি, বিশ্বাসে ভালবাসার দীপ্তিতে এই জীবন তখন হয়ে যায় আনন্দ রসে স্নাত। আনন্দ রস জীবনের মাঝে বিশ্বাস আর ভালবাসা জাত। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর দ্বিধাহীন ভালবাসাই পারে এই অনন্ত ভাবপথের মাঝে হয়ে উঠবে জীবনময় দৃপ্ত বিকাশধারা। এই অনন্ত বিকাশধারা জীবনের জন্য অনন্ত সুধাময়। বিশ্বাসে-শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় গড়ে ওঠে আনন্দ কণা। যেন এক বিপুল আনন্দ ভাণ্ডারের অসীম আনন্দ কণার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে নিত্য সনাতনের দৃপ্ত বিকাশ ভাব। এখনই বিকশিত ভাব এনে দেবে আনন্দের মধুধারা। ঐ অনন্ত মধুভাণ্ডারের মধু প্রবাহ জীবনের চিন্তা-কর্ম-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সবই কার দায় মূর্ত। এমনই বিকাশ পথই জীবন প্রবাহকে করে তোলে জগৎময়। বিপুল আশ্রয়ের মধুময় এমনই বিকাশ ধারার উপর হয়েছে জীবনের পথচলার দৃপ্ত প্রবাহ। সদা সঞ্চালনে এই মধু বার্তা জীবনের ব্যাপ্তির এই প্রসারে হয়ে উঠবে স্থায়ী। মধুময় এখন জীবনের সব অঙ্গ প্রকরণ। ভগবানকে বরণ করেই এই মধুস্রোত স্বতঃ প্রবাহী ভক্তজীবন মনপ্রাণ মাঝে।

দেবশক্তির কৃপায় ঃ

পূর্বাপরং চরতৌ মায়য়েতৌ।
শিশু ক্লিনন্তৌ পরিযাতৌ অধ্বরম্।
বিশ্বানি অনন্যৌ ভূবনাভিশ্বরঃ।
ঋতুন অন্যে বিভধং জায়তে পুনঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১৮)

পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সৃষ্টির সমগ্রতায় পূণঃ পূণঃ।
এই মাটি-জল-বাতাস-আলো ক্রমাগতভাবে জগতে ব্যাপ্ত।
জীবনের এই পরম্পরার প্রবাহে হয়েছে তোমারই বিজয়।
যেমন করে এসেছে জীবনের এই ক্ষণের প্রবাহে।
তেমনিই হয়েছে পূর্ণতার এই প্রশস্ত প্রবাহ জগতে স্থিত।
পূর্ণতার এই আহ্বান হয়েছে ব্যাপ্ত দিগন্তে বিস্তৃত।
হোক ভাবপথের নিরেট নিবৃতি জগতের আহ্বানে।
নিত্য ভাবপ্রকাশটির এখন পূর্ণতার আকর্ষণের আহ্বানে।।

আনন্দময় দৈবী চেতন ঃ

নবৌ নবঃ ভবতি জায়মানঃ
অহন্যাং কেতুঃ উষসাম ত্রত্যশ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বিদধাতি।
আয়ন প্র চন্দ্রম অস্তিঃ অস্তে দীর্ঘম্ আয়ুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১৯)

আলোর ধারা এসেছে জগতে দেবতায় করে আবহ।
এখন নিতাই তাঁর উপস্থিতির এই দেবদ্বার হবে উন্মোচন।
উষার আলোক এনেছে এখন আহ্বান এসেছে প্রাণের দ্বারে।
হয়েছে এখন উন্মোচন দেবতার দিব্য প্রভার বিকিরণে।
যেমনে উষার আলোক প্রভায় হয়েছে জীবনের গড়ন

হোক ঐ আলোর আহ্বান গিয়েছে আলোর আহ্বানে।
দেবতার বার্তা এনে দেয় আনন্দের প্রবাহ জগতে জীবনে।
দেবতার এখন জাগরণের বার্তা জগতের চেতন উন্মোচনে।।

দেব আবির্ভাবে মূর্ত ঃ

সুক্তিং শুকং শল্মং দিব্য প্রসাধনম্।
বিশ্বরূপং হিরণ্যগর্ভং সুবৃতং সুচক্রম্।
আরোহ পত্যেং অমৃতস্য লোকে।
সৌনং সূরয়ং বহনং কৃণুম্ব।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২০)

ঐ উর্দ্ধ আকাশের মহাশূন্যের পটে কর বিরাজ তুমি।
দিয়েছো আলোর ধারা দৃপ্ত প্রকাশ তরে হয়েছে মূর্ত।
এখনই এসেছে জীবন পথের অনন্য প্রকাশ নিত্য আবাহনে।
দিব্য বার্তায় দিব্য স্পন্দন আর দিব্য আনন্দের মূর্ত প্রকাশ ক্ষণে।
হয়েছে তোমারই পথে জগৎ পথের আনন্দময় মিলন।
সুবর্ণ জ্যোতির্ময় তোমার ঐ আলোক আনুক রূপান্তর।
জীবনের এই পর্বে হয়েছে আবির্ভাব সহস্র আবাহনে।
এমন ভাব পর্বে জগৎময় হয়েছে বিস্তার দেব আবাহনের।

পূর্ণচেতনের দিব্যস্পর্শে ঃ

উদীস্বতিঃ পতিবতী কোষা
বিশ্বাবসুং নমসাঃ গীভিঃ ইলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃপদং ব্যক্তাং
সঃ তে ভাগৌ জনুষা তস্য বিদ্ধি।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২১)

এখন এসেছে সময় জাগরণের হয়ে সঙ্গী সদাই।
যে ভাবপ্রদীপ সাধক করেছেন আবাহন একমাত্রই।
ঐ ভাবপ্রদীপ হয়েছে সর্বই এখন জীবনের এগিয়ে চলা।
সকল অন্ধকার করে স্বতঃ বিকাশ হোক মূর্ত।
ঐ মহান আলোক করেছে দান বিপুল বিশ্বের চেতন স্পন্দন।
এখন এসেছে অনন্দ ঘন ক্ষণ প্রকাশের এই চির মাধুর্য।
বিশ্বমাঝে বিশ্ববার্তা এসেছে নবীন প্রকাশ নিয়ে।
পূর্ণ চেতন করেছে বরণ জীবন প্রকাশের ক্ষণ পর্বে।।

বিশ্বমাঝে নিহিত রয়েছে বিশ্বপতির স্পর্শ। তিনি তত্ত্বধর্মী সত্য হয়ে ফুটে উঠেছেন জগতের সর্বত্র। এই মহাপ্রকৃতির মাঝে হয়ে রয়েছে ভগবৎ সত্য বিধৃত। এই বিপুল প্রকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ভগবৎ সত্য। এটিই তাঁর স্পর্শ। এই তিনিই ঐ মহাপ্রাণের বার্তা ও সত্যকে নিয়ে হয়েছেন সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই সর্বত্র ব্যাপ্ত প্রকাশই তাঁর সদা প্রকাশিত জীবন সত্য। জীবন সত্যের সর্বময় বিকাশ হয়ে রয়েছে এই দৃষ্টির গ্রাহ্য সত্য। এই দৃষ্টিস্নাত সত্যই জাগতিক সত্য। আজকের জগৎ, আজকের জীবন এ সবই ঐ সবই ভগবানের মহাসত্যেরই অঙ্গ। মহাসত্যই সাময়িকের এক একটি জীবন প্রবাহ বা ঘটনার প্রবাহ হয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট সব ঘটনারই নিত্য প্রবাহে। এমন করেই হয়ে ওঠে জীবনের ক্ষণ সত্য ও মহাসত্যের মধ্যেকার এক একটি প্রবাহমান সত্য কণা। এমন সত্যই হয়ে রয়েছে জীবনের সব সম্পদও অধিকার সংগ্রহ।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতম্ মুখম্।
তৎ ত্বং পূষণ সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। (বৃহ. উ. ৫/১৫/১)

জগতের সব সত্যই ঐ মহাসত্যেরই এক-একটি অঙ্গ। ঐ মহাসত্যই হয়ে রয়েছে বিধৃত জগতের সব জীবন আর সব সত্য প্রবাহের জন্য। ভগবান স্বয়ংই যে মহাসত্য জগতের জন্য করেছেন রচনা ঐ সত্যই জীবনের চলন হয়ে রয়েছে মূর্ত। এখন বিশ্বময় বিশ্বপিতার নিত্য বিকাশ। সদা প্রবাহে এই বিকাশ আলো-জল-শক্তি-বায়ু ইত্যাদি হয়ে বিরাজমান। বৃক্ষ তরুলতা গুল্মাদি যেমন ভূমিতে-জলে-স্থলে সর্বত্র বয়ে চলেছে তারই প্রকাশ। জীবনের মাঝে হয়ে মূর্ত তিনি স্বয়ং হয়েছেন গতিষ্মান। তিনিই প্রাণের মাঝে প্রাণশক্তি, হৃদয়ের সৎ প্রকাশ আর বিশুদ্ধ মনের প্রকাশ দীপ্তি। ভগবান স্বয়ং হয়ে রয়েছেন নিত্য বিকাশের পটে নিত্য মূর্ত। তিনি স্বয়ংই হয়েছেন পরমাপ্রকৃতি, মাতৃরূপা।

পূষণ এক ঋষি যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।

তিনি স্বয়ংই সত্যের সাধক। ব্রহ্ম সত্যকে উন্মোচন তিনিই স্বয়ং করবেন। ব্রহ্মসত্য যেন রয়েছে সদা আবৃত, পাত্রস্থ হয়ে। হিরণ্ময় পাত্রের মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্ম সত্যের স্থান। ভগবান স্বয়ং এই সত্য ও সত্যের চেতনকে সুবর্ণ পাত্রস্থ করেছেন। ব্রহ্ম সত্যকে অনুভবে -উপলব্ধিতে জানা যায় নির্যাস রূপে। ব্রহ্ম সত্যের এই নির্যাস স্বতঃই হয়ে ওঠে সমগ্র সত্যেরই দ্যোতক। তিনিই এই ব্রহ্মসত্য আবৃত করে রেখেছেন পাত্রস্থ করে। আবার সেই তিনিই উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ সত্যের আবৃত মুখ করে দেন অনাবৃত। ঋষির সাধন যখন হয়ে ওঠে যথাযথ ভাগবতী প্রকাশরূপ হয় তখন সময়।

সমূহ তেজঃ যৎ তে রূপং কল্যাণতমম্ তৎ তে পশ্যামি।

সাধন পর্বে ঋষি এ জন্য আবেদন করেছেন ব্রহ্ম সনাতনকে ঐ সত্যের মুখ উন্মোচন করতে। হিরণ্ময় পাত্রের সুবর্ণ জ্যোতির্ময় আপাত আবেশ সাধারণ ভগবৎ প্রয়াসী বা সাধকের মনচেতনকে ভুলিয়ে দেয়। ভ্রম বশতঃ বাহ্য প্রকাশকেই সাধারণভাবে সাধক ধরে দেন পূর্ণ সত্যের প্রকাশ রূপে। এমন পূর্ণ সত্যের প্রকাশই ভগবানকে জীবন ও জগতের কাছে করে উন্মোচিত। ঋষির সাধন যখন এমন রূপে হয় ভাস্বর তখনই ফুটে ওঠে জীবনের পর্বে অপরূপ সাধন দীপ্তি।

যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম অস্মি।
বায়ুঃ অনিলম্ অমৃতম্ অথঃ ইদম্ ভস্মান্তং শরীরম্।

সত্য হয় উন্মোচিত এমন সময় যখন ভগবান স্বয়ংই সে সত্যকে মেলে ধরেন। এমন পর্বেই গড়ে ওঠে জীবনময় পূর্ণ সত্যের অংশবিকাশ। তিনিই যখন করেন উন্মোচন, সাধক তার ধ্যানতন্ময় চেতনে জানতে পারবে এরে পর প্রকাশদীপ্তি। সকল প্রকাশই ঐ পূর্ণ প্রকাশের একেক অঙ্গ। এই জগৎ ব্যাপ্ত সূর্যপ্রকাশকে সাধক জানবেন ব্রহ্মপ্রকাশ রূপেই। জীবনকে রচনা করে জীবনের পর্বে পর্বে এই সত্যেরই বেড়ে ওঠা ও পরিপূর্ণতা দিয়েছেন মহা সূর্য তার দীপ্তি শক্তি প্রকাশ দিয়ে।

ওঁ ক্রতো স্মরঃ কৃতম্ স্মরঃ ক্রতো স্মরঃ কৃতম্ স্মরঃ।

বায়ু, আকাশ, মহাব্যোম, জল, তাপ সব মিলেই ভগবানের জীবচেতনের জীবনরাজি ধারণ করে রয়েছে। প্রাণের প্রকাশ আর প্রাণের সঞ্জীবন প্রাণবায়ুর সঞ্চালনেই তিনি দিয়েছেন উপহার। জীবনের সব মাধুর্য ফুটে ওঠে ঐ প্রাণবায়ুর প্রাণপ্রদীপের মধ্যে। জীবনে সংবাহিত হয়ে ঐ প্রাণ বায়ু হয়ে রয়েছে জীবনের পর্বে পর্বে চেতনার জাগরণের ভাগবতী মাধ্যম।

অগ্নে নয় সুপথ রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

ভগবানকে জানবার অনুভব ও উপলব্ধি করবার পর্বটি সদাই জাগ্রত। তিনি স্বয়ং চিন্ময়। তিনিই সনাতনী। তিনি আদি-মধ্য-অন্ত সত্য। তাঁকে সত্য স্বরূপেই আহ্বান করতে হয়। এই জগতের জীবন সমূহে ভগবানকে আবাহন করে নিতে হয় বিশ্বাসে ভালবাসায় ভক্তিতে আর নিবেদনে। এ সবের মিলনে গড়ে ওঠে আত্যন্তিক শ্রদ্ধা। এই আত্যন্তিক শ্রদ্ধাই এনে দেয় সত্য লাভ।

যুযোধি অস্মৎ জুহুরাণম্ এনঃ ভুয়িষ্ঠাম্।
এনঃতে নমঃ উক্তিম বিধেম্।। (বৃ. উ. ৫/১৫/১)

নিবিড় ঘন উপলব্ধির সূচনা হয় শ্রদ্ধায়-সমর্পনে। মনের-প্রাণের-হৃদয়ের আকাশের নির্মল মাধুর্যে ভগবানকে করতে হয় আবাহন। তিনিই স্বয়ং চেতনারূপে ভাস্বর হয়ে ওঠেন। তিনি স্বয়ং মহাসূর্য। তিনিই আবার ঐ সূর্যের শক্তি-উত্তাপ-আলো হয়ে ক্রমাগতভাবে জীবের জীবনমাঝে সত্য সঞ্চার করে চলেছেন। তিনি হয়ে ওঠেন ভাস্বর। তিনিই জীবনের সব অঙ্গে অঙ্গে হয়েছেন ব্যাপ্ত। তিনি সর্বত্র সঞ্চারিত মহাশক্তির প্রতিটি কণায় ভাস্বর হয়ে জীবনের জগতের সার্বিক বিকাশ ঘটিয়েছেন। তিনিই প্রকাশ আবার অন্যদিকে তিনি অপ্রকাশ। তিনি দৃপ্ত প্রত্যয়ের অঙ্গীকার। যে প্রাণ-মন-হৃদয় দৃপ্ত প্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে ভগবানকে বরণ করে নেয়, ব্রহ্মসত্যের সুবর্ণ পাত্র তার বাহ্যত, দৃশ্যত জ্যোতির্ময় রূপের অন্তরালে যে গূঢ় সত্য হয়েছে তাকে মেলে ধরে। ভগবান স্বয়ং নানা রূপে-রসে-গন্ধে সর্বত্র মূর্ত হয়ে ওঠেন। ভগবানই হয়ে থাকেন নানারূপে, নানা ভাবমাত্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত। তিনিই হয়েছেন এই চলমান জীবন মাঝে স্থির অচঞ্চল ধ্রুবনিশ্চয় মহাসত্য। আবার সেই তিনিই হয়ে রয়েছেন সদা বিচরণশীল সদা চলমান। সব প্রাণের গভীর অন্তঃপুরে ব্রহ্ম সনাতন মহাসত্য হয়ে রয়েছেন বিরাজমান, স্থির হয়েও তিনি সদা গতিশীল।

মনের মাঝে দেবপ্রভা ঃ শূচৌ তে চক্রে যাত্যা।
ব্যানৌ অক্ষঃ আহতঃ।
অনৌ মনস্ময়ং সূর্য্যা আরোহিত।
প্রয়তী পতিম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১২)

মনের মাঝে হয়ে থাকা বিপুল গতির প্রবাহ

হয়েছে যবেই নিবেদনের এই পর্বে করে উন্মোচন।
জীবন যাত্রার হয়েছে এখন এই নিপুণ সাধন দায় জীবনে
যখনই হয়েছে মনের মাঝে রচনা আকৃতির রেশ
এসেছে দেবপ্রভা করতে সজীব জীবন ধন সাধন প্রয়াসে।
দেবতার দান এসেছে এখন জীবন মাঝে নিত্য প্রয়াস পর্বে।
ঐ ভাবরথ এখন চলেছে এগিয়ে ঋক্-সামের মিলনে।
যে সাধন স্থিতি হয়েছে রচনা এখন হয়েছে তার স্ফূর্তি।।

সমান বায়ুর ধ্যান পথপ্রবাহে ঃ

যৎ ত্বা দেব পঃ পিবন্তি।
তৎ আ অপ্যায় এসঃ পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য সদা রক্ষিতয়ঃ।
সমানাং মাসঃ নিত্য আকূতিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৫)

সাধনের সূচনায় হয়েছে উন্মোচন যে নিত্য পথ চেতনে।
এসেছে তারই প্রবাহের ক্ষণ জীবনের এই তীব্র স্রোতপথে।
হোক ঐ সাধন মার্গের উন্মাচন এখন চেতন দীপ্ততে।
দিব্য পথের এই সাধন প্রয়াস সাধকের অনুভবে চলেছে এগিয়ে।
যে ভাবপ্রভা ছিল অন্তর মাঝে একান্ত প্রবাহের প্রয়াসে।
এখন আসুক ঐ সাধন বিকাশ জীবনের অনন্য অনুভবে।
এখন ভাববিকাশের এসেছে ক্ষণ পরিণতির উপলব্ধিতে।
দিব্য ভব সঞ্চারে ব্রহ্ম পথের দিগন্ত প্রসারের এই ক্ষণে।।

জীবনমাঝে হোক ব্রহ্মবিকাশ ঃ

উদীষ্পতীঃ পতবতী হেবষা। বিশ্বাবসৌ।
তমসা ইলামহে ত্বা।
অন্যমিৎ চ প্রথব্যং। সংজায়াং পত্যা সৃজঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/১২)

দেবতার এই প্রকাশ পর্ব হয়েছে মূর্ত জীবন পথে।
হোক এই বিকাশ পর্ব নিবেদিত জীবনের জাগরণে।
যেমন করেই হয়েছে জীবন পথের এই জাগরণ প্রয়াস।
তোমারই হয়েছে জীবন মাঝে স্বতঃ জাগরণ পর্ব।
যেমন করে এসেছে এ পথের মাঝে নিত্য বিকাশ ক্ষেত্র
এখনই আসুক ঐ ক্ষণ দেবতায় করি নিবেদন সমর্পণে।
হোক বিকাশের নিত্য স্থিতি স্বতঃ আবাহনের পর্বে পর্বে।
এখন বিকাশ হোক নিত্য সমাপণের প্রেরণায় ভগবৎ ভাবে।।

পূর্ণ প্রকাশের বিকাশ দ্বারে ঃ

অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তুপন্থাঃ।
যেভিঃ সখায়ৌ যন্তি নো বরেয়ম্।
সমর্যমা সং ভগো নো নীর্নিয়াৎ
সং জ্যাস্পত্যং সুয়মম্ অস্তুঃ দেবাঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৩)

এই জীবন পথ হোক মুক্ত কল্পক পথের মাঝে।
জীবন চলার এই নানা প্রতিবন্ধকের মাঝে এসেছে নবীন সম্ভাবনা।
যেমন করে হয়েছে জীবনের দৈবী বিকাশের ক্ষণ মাঝে
তেমনেই হোক দেবতার স্পর্শের নিত্য মার্গ স্থিতির আবাহনে।

এখন হোক তোমারই সূক্ষ্ম মাত্রার বিস্তৃতি জীবনের পর্বে পর্বে।
জগতের এই নবীন ভাব সঞ্চারে হোক মিলন যজ্ঞ সম্পন্ন।
নিত্য চেতনের বিকাশ করি আহ্বান মানব চেতন মাঝে
পূর্ণ প্রকাশের প্রারম্ভে হোক তোমার অনুভবের দীপ্তি সাধন চেতনে।।

ভগবানকে জানতে হয়, পেতে হয় বিশ্বাসে-ভালবাসায়-ভক্তিতে। সব সাধনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হল ভগবানে পরিপূর্ণ নিবেদন, একাত্মতায়। এই একাত্মতায় বরণ করতে হয় জগৎময় হয়ে রয়েছে যে মহাসত্যের ব্যাপ্তি তাকেই অন্তর মাঝে বরণ করে নিয়ে। রূপে-অরূপে-ভগবানকে বরণ করা যায়। সাধক ভক্তের প্রকৃতি, জীবনের গতিমুখ ও জগৎ পরিচয় দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয় এই সত্যের জগৎ সঞ্চার। এই জগৎ সঞ্চার সত্য আকাঙ্ক্ষার এক নিবিড় ক্ষেত্র। এই নিবিড় ক্ষেত্রেই হয় ঐ ভাবসঞ্চার হয় ভগবানকে জীবন মাঝে বরণ করে নিয়ে। এই জগৎ সঞ্চার জীবনের মাঝে যে সত্য বাস্তবের পটে উদয় হয়েছে তাকে যেমন করে জানা যায়, তেমনি বরণ করা যায় পরম সত্যকে।

তৎ অভ্যদ্রবৎ তম্ অভ্যবদৎ কঃ অসি ইতি।
অহম অগ্নিঃ বৈ অস্মি ইতি অব্রবীৎ।
অহম জাতবেদাঃ বৈ অস্মি ইতি।। (কেন. উ. ৩/৪)

সত্যের উদয় হলেও তাকে জানা যায় না। সাধারণ দৃষ্টিতে। সত্ত্ব-রজ-তম গুণের এই ত্রয়ী সমাবেশ মানবের মাঝে হয়ে হয়েছে স্বতঃ বিকশিত। এই স্বতঃ বিকাশ জীবন মাঝে হয়ে চলবে সদা আশ্রয়ী। জীবনের এই পরম প্রজ্ঞার ক্ষণটি ফুটে ওঠে যখনই প্রাণ এই ত্রয়ী গুণের বেড়াজালের বাইরে যেতে পারে। সত্ত্ব গুণের এই প্রকাশ ক্ষেত্রটি ফুটে ওঠে সত্যের প্রকাশ গুণে। সত্যের প্রকাশ ক্ষেত্র স্বতঃই হয়ে উঠবে উন্মোচনী সেই প্রাণের কাছে যার হয়েছে নিত্য দিনের এই সত্যান্বেষণে। সত্ত্বগুণেও থেকে যায় নিজের পরিচয় আর প্রকাশের মাঝে নিজস্বতার প্রকাশ ও পরিচয়। অহং এর অবশেষ যেখানে রয়েছে সেখানে ভগবান অনুপস্থিত। অহং নাশ হলে তিনি ফুটে ওঠেন।

তস্মিনঃ ত্বয়ি কিং বীর্যম ইতি।
অপি ইদং সর্বং দহেহং যৎ দং পৃথিব্যাম ইতি।। (কে. উ. ৩/৫)

এমনই পটভূমিটি ছিল ব্রহ্ম সনাতনের প্রজ্ঞাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভগবান কেমন করে নিজেকে করলেন উন্মোচন। ভগবানের জগৎ বিকাশে দেবতারও হতে হয় অহং থেকে মুক্ত। অসুর বিজয় কার্যে দেবতাগণ অগ্নি-পবন প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে প্রকাশ পর্বে ব্রহ্ম সনাতনকে বরণ করে নেওয়া। এমন ক্ষেত্রে ব্রহ্ম বিকাশ হয়ে চলবে পরম সত্যের প্রকাশ। মহাকাশে এক অনির্বচনীয় আলোক রূপের আবির্ভাবে দেবতাদের মধ্যে আগ্রহ জেগে উঠল কি পরিচয় এই অনির্বচনীয় ঐ পরম প্রকাশের। কি পরিচয় এই মহাপ্রকাশের জানবার এই আগ্রহে দেবতাগণ জানতে চাইলেন।

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ-এতৎ দহ ইতি। তৎ উপশ্রেয়ায় সর্বজনেন।
তৎ ন শশাকং দগ্ধং। এতৎ নব নিববৃতে।
ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুম যৎ এতৎ যক্ষম ইতি।। (কে. উ. ৩/৬)

এমনই পটভূমিতে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবতাগণ সিদ্ধান্ত করলেন অগ্নিদেবই যাবেন এগিয়ে ঐ মহাকাশের পটে বুঝতে জানতে এই পরম প্রকাশের স্বরূপ। অগ্নিদেবই এগিয়ে গেলেন মহাকাশের পটভূমিতে ঐ অনির্বচনীয় পরম প্রকাশের স্বরূপ অনুভব করবার প্রয়াসে। যে ভাবসম্পদ ঐ সত্যের মধ্যে সেখানেই পরম প্রকাশ রয়েছে অথচ রয়েছেন অধরা, অজানা, যেন অবগুণ্ঠিত।

অথ বায়ুম অব্রবন। বায়ো এতৎ বিজানীহি কিম্ এতৎ যক্ষম ইতি। তথা ইতি। (কে. উ. ৩/৭)

অগ্নিদেবকে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার পরিচয় কি কি তোমার বিশেষত্ব। অগ্নি বললেন— তিনি বৈশ্বানর সবই দগ্ধ করেন। এমনকি প্রয়োজনে সমগ্র বিশ্বকে দগ্ধ করতে পারেন। তিনি এগিয়ে দিলেন একটি তৃণখণ্ড অগ্নি দেবতার রকাছে। বললেন, তোমার শক্তি দেখাও এই তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করে। অগ্নিদেব মহানন্দে ঐ তৃণখণ্ডকে ধারণ করে দগ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন এজন্য অগ্নি।

তৎ অভ্যদ্রবৎ। তম্ অভ্যবদৎ - কঃ অসঃ ইতি।

অব্রবীৎ বায়ুঃ বৈ অহম অস্মি ইতি। মাতরিশ্বা অহম অস্মি ইতি। (কে. উ. ৩/৮)

অগ্নিদেব ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হলেন বাধ্য। তিনি পারলেন না ঐ মহাসত্যের স্বরূপ জানতে। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবার বায়ু দেবতা পবনকে পাঠালেন একই কারণে। পবনদেবকে ঐ অনির্বচনীয় মহাপ্রকাশ একই ভাবে জানতে চাইলেন তার পরিচয়, বিশেষ সামর্থ ও স্বরূপ।

অস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্যম্ ইতি।
অপি ইদং সর্বং আদদীয়। যৎ ইদং পৃথিব্যাম ইতি।। (কে. উ. ৩/৯)

বায়ু দেবতা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি স্বয়ং মাতরিশ্ব। জীবনের প্রাণবায়ু তারই দান। তিনি জগৎময় যা কিছু রয়েছে সবেকেই পারেন দিতে উড়িয়ে। তিনি গোটা বিশ্বকে তার বায়ুর বেগে পারেন উড়িয়ে দিতে। ঐ পরম প্রকাশ আবারও একখণ্ড তৃণ দিয়ে বললেন, সেটিকে উড়িয়ে দিতে। এই তৃণখণ্ডকে ধারণ করে বায়ু-দেবতা সবরকম প্রয়াস করলেন। তিনি ব্যর্থ হলেন ঐ তৃণকে ওড়াতে।

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ - এতৎ আদৎস্ব ইতি। তৎ উপশ্রেয়ায় সর্বজনেন
তৎ ন শশাকঃ আদাতুম।
সঃ তত এব নিববৃতে ন এতৎ অশকম্ বিজ্ঞাতুং যৎ এতৎ যক্ষম ইতি।। (কে. উ. ৩/১০)

অগ্নিদেবতা ব্যর্থ হলেন একটি সামান্য তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করতে যদিও তিনি জগতের সবকিছুই দগ্ধ করে দিতে পারেন; অথচ ব্যর্থ হয়েছেন একটি সামান্য তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করতে। এমন করেই ব্যর্থ হয়েছেন বায়ু দেবতা। এই ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডকে উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অর্থঃ ইন্দ্রং অব্রুবন—মঘবন এতৎ বিজানীহি। কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি।
তথা ইতি। তৎ অভ্যদ্রবৎ-তস্মাৎ তিরোদধে। (কে.উ. ৩/১১)

অগ্নিদেবতা ও বায়ু দেবতা উভয়েই হয়েছেন ব্যর্থ হয়েছেন একটি সামান্য তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করতে বা উড়িয়ে নিয়ে যেতে। উভয়েরই মধ্যে জেগে উঠেছিল নিজের নিজের সম্পর্কে আস্ফালক অহং কেন্দ্রীক প্রকাশ। উভয়েই নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থের সম্মিলিত অভিব্যক্তি। এটি অহং-এর প্রকাশ। এই প্রকাশ হয়ে উঠেছে অহং-এর প্রকাশ। যা কিছু জীবন মাঝে জগৎ মাঝে হয়ে ওঠে যদি নিজেরই অহং কেন্দ্রীক কোনও অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ ব্রহ্ম সনাতনের সত্য থেকে হয়ে যা সে বিচ্যুত। দেবচরিত্রের অথবা সত্ত্বগুণি জীবনের মধ্যে সেটি হয়ে ওঠে প্রতিবন্ধক।

ব্রহ্মসত্যের নবীন আবিষ্কারে ঃ

প্র ত্বা মুনছামি বরুণস্য পাশাদ্।
যেন ত্বাবৎ অন্যাৎ সবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে।
অরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৪)

সত্যের এই পথ প্রকাশের আয়োজনে হোক সাধন।
এখন জগতের সব নিত্য বিকাশে সম্পর্ক হোক সাধন।
যে পথ প্রবাহ হয়েছে জীবনের এই জাগরণের পর্বে
হয়েছে এখন সাধনের পর্বে তোমারই প্রতিষ্ঠা জগৎ মাঝে।
এখন আবার আসুক জীবনের পটে দিব্য ভাবস্রোত
হোক এখন মিলনের ক্ষণ নির্ণয় জগৎ পথের প্রবাহ সঞ্চারে।
হোক নবীন সত্যের বিকাশ সাধকের সমাধি মন্দিরে ব্রহ্ম অনুভবে।
বিশ্বব্যাপ্ত ভাগবতী সত্যের অনুভবের এখন হবে বহু ব্যাপ্তি।।

মুক্তির দ্বার হোক উন্মোচিত ঃ

প্রে তৈ মুঞ্চামি নামুতঃ। যুবৎ ইমম্ উতস্বরম্।
যথৈঃ এবম ইন্দ্র ইমম এতঃ এবঃ।
সুপুত্রাঃ সুভগঃ আসতি ইহ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৫)

হয়েছে এখন ক্ষণ জগৎ মাঝে নবীন বিকাশ তরে।

মুক্তির দ্বার হবে উন্মোচন নিত্য পথের বিকাশ পর্বে।
এখন আসুক ক্ষণ জীবন মাঝে নিত্য সঞ্চালনের
যে ভাববিকাশ ছিল জীবন মাঝে অপেক্ষায় হোক তার মুক্তি।
যা কিছু বন্ধন হয়েছে জগৎ মাঝে মায়ার আবর্তে
হোক হৃদয় মাঝে মৌল সত্য বিকশিত শতদল পদ্মে।
যেমন করে হয়েছে মানবের নিত্য স্থিতি হোক বিকাশ তার।
মোক্ষ পথের হোক উন্মোচন জীবন মাঝে এই ঋত ব্রতে।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৬)

পরম সত্যকে অনুভব, উপলব্ধিতে বুঝতে হলে হতে হবে অহং বর্জিত। নিজেরই আস্ফালন থেকে হতে হবে মুক্ত। ইন্দ্র বুঝলেন ঐ মহাপ্রকাশ কোনও সাধারণ কিছু নয়। মহাপ্রকাশ বিষয়ে ইন্দ্রের অন্তর মাঝে জাগ্রত হল শ্রদ্ধাবোধ। ইন্দ্র বুঝলেন পরম সত্যকেই বরণ করতে চাই ভালবাসায়-বিশ্বাসে-ভক্তিতে। ইন্দ্রের মধ্যে এই ভালবাসা-বিশ্বাস-ভক্তি মিশে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মন-প্রাণ-অন্তর জগৎ। গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েই ইন্দ্র এগিয়েছেন।

সঃ তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ম্
বহু শোভামানাং উমাং হৈমবতীম্ আজগাম। তাং হ উবাচ কিম্ এতৎ যক্ষম ইতি। (কে. উ. ৩/১২)

অনির্বচনীয় ঐ মহাসত্য ইন্দ্রের হৃদয়-প্রাণ-মনের মাঝে ভালবাসা-বিশ্বাস-ভক্তি মেশান শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হলেন। তিনি ঐ অর্বিচনীয় রূপের প্রকাশ পেলেন অন্তর্হিত হয়ে। এই পরম প্রকাশ এখন তাঁর স্বরূপে বিকশিত হলেন জীবনের পরম আদরণীয় মহামাতৃকার রূপে।

সা ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ। ব্রহ্মণ বৈ এতৎ বিজয়ে মহীয়ধ্বম্ ইতি।
ততঃ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ইতি। (কে. উ. ৪/১)

মহাকাশের পটভূমিতে নিজের প্রকাশরূপ করলেন উন্মোচন ঐ পরম সত্যের পরম প্রকাশ। এসব করেই হয়ে ওঠে প্রকাশরূপ। ইন্দ্র দেখলেন ঐ পরম প্রকাশ মাতৃরূপা। মহাকাশে আবির্ভূত হলেন জগৎ জননী ভগবতী মাতা। দেবী উমা হৈমবতীর হল এখন পরম প্রকাশ। ইন্দ্র ঐ জগৎ জননীর দর্শন ও স্বরূপ প্রাপ্ত হলেন যেহেতু সকল রকম অহং এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ভালবাসা-বিশ্বাস-ভক্তির চন্দনে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে মহাকাশের পটে এসেছিলেন তাঁর পরিচয় জানতে। সরল নিবেদনের এই আবেদনে জগন্মাতা নিজেকে প্রকটিত করলেন জীবনের মাঝে।

ইন্দ্র এবার জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর বিষয়ে। তিনি জানিয়ে দিলেন তারই এই প্রকাশ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দেরই। ঐ ব্রহ্ম সত্যই তাঁর এই প্রকাশের মধ্য দিয়ে জগৎ মাঝে হয়েছে বিধৃত। জগৎ জনন্যৈ জগৎ একঃ পিত্রে।' এই মহামাতৃকা উমা হৈমবতীই আদি জননী। তিনিই জগৎ জননী। তিনি স্বয়ং এই জগতের সব প্রাণ-জীবন সবই জগতের সব প্রাণ মন হৃদয় হয়ে উঠবে। ইন্দ্র করলেন মহামাতৃকা দর্শন। উমা হৈমবতী ইন্দ্রকেই প্রথম দর্শন দিয়ে সৃষ্টির মাঝে হয়েছেন আবির্ভূত। এই মহামাতৃকাই ঐ পরম পুরুষেরই আর একটি প্রকাশ প্রদীপ। জগৎ জননী উমা হৈমবতী মাতৃরূপী জগৎ মাঝে অমৃতরূপ পরম সত্য দিলেন উপহার।

—ঃঃ—

সংস্করণ

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর যোগমায়া
সৃষ্টিকার্যে সৃষ্টিকর্তার অনন্ত শক্তি
এই জীবন যোগ আর সাধনা
প্রতিনিয়ত যাবতীয় ঘটনা
একজনের চোখে অতি সাধারণ যা
অন্যের দৃষ্টিতে তাই আবার অঘটন
সরল মানসে স্বচ্ছ চিন্তনে শুরু হয়েছিল
সেখান থেকেই যেভাবে যেমনভাবে
তাই-ই সাকার হয় পূর্ণতা পায় ধীরে ধীরে
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁরই কৃপায়
অনন্য ভক্তি ইচ্ছা আর প্রচেষ্টায়
এক ধারাবাহিকতায় আর এক সময়ের সূত্রপাত
আর এক জন্ম আর এক জীবনের ধারাপাত
মুখবন্ধের পরে প্রথম পাতাটি
সেও যেন জ্ঞানের শেষ পাতা
তার তৃতীয় চতুর্থ সংস্করণ।

—ঃঃ—

ভগবৎ ভাব

সায়ক ঘোষাল

ভগবান সর্বত্রই রয়েছেন ভক্তের সাথে ভক্তের অন্তরে। ক্রমশ তিনি ভক্তকে সবক্ষেত্র পর্বে পর্বে অন্তর থেকে বুঝিয়ে দেন এবং প্রেরণা দেন। ভক্তের চাই আকুল হয়ে চাওয়া, যখন ভক্ত মন আকুল হয়ে ভগবানকে চাইবে তখন ফুটে উঠবে তার চেতনা। মানব জীবনে সম্ভাবনার সম্ভার রয়েছে। ভগবান সর্বত্র তার প্রিয় ভক্তকে বুঝিয়ে দেন কোনটি তার জন্য উপযোগী। এই ভগবৎ বার্তা ছুটে আসে বিভিন্ন স্রোত ধরে। ভক্ত মন যখন ভগবৎ বার্তা গ্রহণের উপযোগী হয়ে যায় তখন সে সেই বার্তা সর্বত্র সর্বসময় গ্রহণ করে জীবনে উপলব্ধির পথে এগিয়ে যায়। জীবনের প্রতিটি পর্বে ওঠা নামা থাকে। জীবনের এই পর্ব গুলির মধ্যে কিছু এমন থাকে সেগুলি আমাদের জীবনে এবং উন্নতির সাধনে বাধা প্রদান করে। কিন্তু ভক্ত যদি নিজের মনে অভিপ্সার পথটি ভগবৎ অভিমুখে রাখে তাহলে জীবনের পর্বগুলির দিক পরিবর্তন হয়ে প্রতিটি পর্ব হয়ে ওঠে ভগবৎ অভিলাসী। তখন যে কাজই করা হোক না কেন আর যে ভাবনাই ভাবা হোক না কেন তার সবই হয়ে ভগবৎ ভাবকে উন্মোচনে তৎপর। আমাদের জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করছেন ভগবান স্বয়ং। তিনি আবার সব কিছু হয়ে রয়েছেন। এই প্রকৃতি তাঁরই দান। আমাদের অন্তরে তাঁরই সত্য বিদ্যমান তাঁরই চেতন প্রভাকে উন্মুক্ত করতে হবে তাঁরই কৃপা পরশে। তাঁর এই কৃপাই সব কিছু জিজ্ঞাসার সমাধান। তিনি কৃপা করেন ভক্তের উদ্যোগ এবং নিবেদনের আগ্রহে। তাঁকে জানার আগ্রহ তাঁকে নানা রূপে দেখার চেষ্টা বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দিকে সব সময় তাঁকে নিয়ে খোজা মনই পেয়ে যায় সেই কৃপার পরশ মা দিয়ে মন এগিয়ে যায় ক্রমশ সেই ভগবৎ চেতন স্বত্তাকে উন্মুক্ত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর কৃপার পরশে যে ভাবপথ হয়েছে মূর্ত জীবনের পর্বে পর্বে সেই ভাবপথই ক্রমবর্ধমান হয়ে এগিয়ে যাবে সব জগতের বন্ধন থেকে অতিক্রম করে। এই কৃপার ক্রম স্পর্শে সাধন হবে স্থিত ভক্ত জীবনে। ভক্তমন এখন স্বাধ্যায় সাধনে ক্রমশ প্রাপ্ত হবে ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্ট হয়ে ভক্ত জীবন কর্মের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে পরবর্তীতে। কর্মই এখন হবে ভক্তের সাধন ক্ষেত্রে। ভক্তের এখন কর্তব্য কর্মে শ্রেষ্ঠত্ব এবং উত্তম হয়ে ওঠা যা হবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম তখনি সম্ভব হয়ে ওঠে যখন আমাদের মধ্যে ভগবৎ কর্তব্য এবং দায়িত্ব উন্মোচন হয় যার দ্বারা ভক্তমন সঠিকভাবে কর্মটি সম্পাদন করতে পারে। এই ভগবৎ কর্তব্য এবং দায়িত্ব আপনা আপনি জেগে ওঠে যখন পরমব্রহ্মের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

মানব মন কখনো কখনো বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় সে পরিস্থিতির নির্ভরতায় বিচলিত হয়ে ওঠে। মন ঘুরতে থাকে এদিক এদিক লাগাম ছাড়া। মন যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে এইটি যে-রকম জাগতিক দিক দিয়ে মনের জন্য বাধা আর ভাগবৎ রাজ্যের জন্য এটি একটি পরম সুযোগ। ঠাকুর বলেন— "মনের মোড় ঘুরিয়ে দাও"— মন যদি এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় তাহলে মন ভগবানকে পাওয়ার জন্যেও ভাবতে ভাবতে ভগবানকে খুঁজে নেওয়া যায়। তাই দেবতার আহ্বানে ক্রম প্রয়াসে জীবন মাঝে মন এখন গড়ে নিয়েছে ভগবৎ অভিমুখি ভাবনা যার প্রয়াসে মন ছুটে বেড়ায় ভগবৎ ভাবের স্ফুরণেঃ চেতনের উন্মোচনের জন্য। ভক্তের এই ক্রম প্রয়াসের ক্ষণে জীবন মাঝে এসেছে বার্তার আবহ। এই বার্তা এসেছে ভগবৎ আহ্বানের স্পর্শে চেতনের জাগরণে ক্ষণে জীবনের জাগরণের জাগরণের প্রয়াসে। এই ভগবৎ আহ্বানে এই ভগবৎ বার্তায় হবে উন্মোচন পরম চেতনার এই জগতের বন্ধনের মধ্যেই। এই পরমাত্মার বিকাশের ব্যপ্তিতে পরমাত্মারই সৃষ্টির কণা দিয়েছে ভগবৎ বার্তা যা সাধকের চিত্ত শুদ্ধির মাধ্যমে পরম চেতনার উন্মেশ ঘটাবে।

—ঃঃ—

জীবকল্যাণে ভাগবতী প্রসাদ

পার্থসুন্দর ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন "খণ্ডন ভব বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়"

জগৎ সংসারে কর্মের ফলাফলের কথা চিন্তা না করে সুকর্ম করবার উপদেশ দিয়ে এসেছন ঋষিগণ। বিশ্বমণ্ডলে প্রতিটি জীব তার নিজ কর্মে ব্যস্ত। তেমনই প্রতিটি মানবজীবন ব্যস্ত ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনে। এই কর্মটি হতে হবে সৎ চিন্তনের সুকর্ম। তবেই সেই কর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে কর্মটি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে তার সুফল প্রদান করবে। সুগন্ধী ফুল

প্রস্ফুটিত হলে যেমন তার সুগন্ধ অপ্রকাশিত থাকে না। তার সুগন্ধ সবদিকে প্রসারিত হতে থাকে, তেমনই সুচিন্তন সুকর্মের ফল। জগত মাঝে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সুচিন্তন সুকর্মটি যে মন থেকে উঠে আসে এবং জগতের উন্নতিসাধন করে সেটিই হল ভগবতি প্রসাদ।

ঋষিগণ এই মনকে সবসময় নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে বলেছেন। মন একটাই এবং সেটির অতি দ্রুত স্থান পরিবর্তিত হয়। এটি সুস্থানেও থাকতে পারে আবার কুস্থানেও থাকতে পারে। তাইতো কুস্থানে না গিয়ে সুস্থানে যেতে হবে। যেখানে সুচিন্তন, সুকর্ম হয় সেটিই সুস্থান। সুস্থানের কর্মযজ্ঞ ও কর্মের যে নির্যাস নিঃসারিত হয় তার সুফল চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন হয়।

বেদের ঋষিগণ এই ভাবেই সুচিন্তন সুকর্ম করে এসেছেন যার ফলে সনাতন হিন্দুধর্ম অটুট বন্ধনে আজও তার প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম। এই সুকর্মের ফলটাই ভগবতী প্রসাদ হয়ে জগত মাঝে ছড়িয়ে পরে। তাই তো মনকে কেবল সংসার জলে ফেলে রাখলে ভুল হবে। সেই মন থেকে জ্ঞান ভক্তি রূপ মাখন তুলে রাখতে হবে। সেই মাখন সংসার জলে থাকলেও তা এই সংসার জলে মিশবে না ভেসে থাকবে। তখন সংসারের মাঝে থেকেও মনকে নির্জনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সংসার জলে থেকেও বেশীরভাগ সময় মাখনরূপ মনটি ভগবানের পাদস্পর্শে রাখতে হবে। তবেই সেই মন সৎপথে থেকে, সুস্থানে থেকে কুকর্ম করবে এবং জগৎমাঝে সুকল্যাণের প্রভাব বিস্তার করবে, যার সুগন্ধতে জীবতনু কর্মপথের সঠিক রূপ রেখা পাবে। ধন্য সেই ভগবত মন, ধন্য সেই ভাগবতী প্রসাদ। জীব কল্যাণে বারবার জগতমাঝে আসুক এমন ভাগবতী প্রসাদ।

জয় মা জয় মা জয় মা

—ঃঃ—

মা

ভক্তিপ্রসাদ

মা তার খুব ছোট সন্তান সম্পর্কে একজন অপরিচিত মানুষকে বলছেন আমার সন্তান ছোটো থেকেই খুব Moody । মা তার জন্ম দিয়েছেন। এই জন্ম মুহূর্ত থেকেই তিনি সন্তান সম্পর্কে সব জানেন। সন্তানকে চেনেন খুব নিবিড়ভাবে। সন্তানের শরীর, মন, মান অভিমান, ভয়, ভীতি, দুর্বলতা, রোগ, শোক—এ সবই মা জানেন। মা জানেন তার সন্তানকে কখন সুন্দর লাগবে। তাই ছোট আদরের সন্তানকে স্কুল প্রবেশ করানোর আগে তার উশকো খুশকো চুলে হাত বুলিয়ে চুলগুলো সমান করে দিচ্ছেন। সন্তান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তার জন্য টিফিন নিতে গিয়ে প্রায় পথের মাঝামাঝি গিয়ে তার মনে পড়ল চামচ নিতে তিনি ভুলে গেছেন। এ অবস্থায় তিনি পথের ধারের একটি অচেনা বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন একটি চামচ ফেরৎ দিয়ে যাবেন। অচেনা লোক তাকে বিশ্বাস করলেন কারণ তিনি মা। মা কখনও কাউকে ঠকান না। মা নিজে ঠকে যাচ্ছেন কি না একবারের জন্যও ভেবে দেখেন না যে ওনার ভবিষ্যত পরিণতি কি হতে পারে। উনি সব সময় এখন অর্থাৎ বর্তমানকে নিয়েই চলতে ভালবাসেন। কারণ ওনার হাতে অত ভাবনা, চিন্তার সময় নেই। অনেক বড় task ওনাকে ভগবান দিয়েছেন। সন্তানকে মানুষ করতে হবে। মানুষ হবার কি ই বা আছে। মানুষ ই তো। মানুষের সন্তান যেমন দেখতে হয়। তার বাইরে কিছু নয়। তবে সে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারবে কি না সেটা কোটি টাকার প্রশ্ন। সেই চিন্তা মা এখন আপাতত ভগবানের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। কে ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর তিনি জানেন না। জানার ধৈর্য্য ওনার এখন নেই। কারণ সন্তান কাঁদছে। তাকে এখনই দুধ খাওয়াতে হবে। এই মা। মা তার সন্তানের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তা করেন কবে তার এই চুল, নখ গজালো, হাত, পা, মুখ, মাথা এসব হলো। মুখে কথা ফুটলো। সন্তান পড়াশুনা শিখল—এসব ই তার কাছে স্বপ্নের মতো। সবার সাথে পাল্লা দিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন মা।

মা দুচোখ ভরে শুধু স্বপ্ন দেখেন। অজানা আশঙ্কা তাকে মাঝে মধ্যে ঘিরে ধরে। সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে। আবার পরক্ষণেই ভগবানকে ভরসা করেন। তিনিই তার সন্তানকে দেখবেন এই ভরসা তার আছে। দুধের শিশুকে নার্সারি স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়ে বাবার স্কুটার থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে রক্তস্নাত মৃতপ্রায় মা সন্তানকে দেখে মাথায় হাত কিছু বলতে চান। কিন্তু পারেন না। মৃত্যু

তাকে সেই মুহূর্তে নিয়ে যায় অনেক দূরে। কিন্তু তিনি ওই মুহূর্তেও সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। ভগবানকে ডাকতে থাকেন। ভাবেন আমি হয়ত দেখে গেলাম না। কিন্তু আশা করব আমার এই সন্তান অনেক বড়ো হবে। ইনি ই মা। আবার বৃদ্ধাশ্রমে এই মা কে সন্তান যখন রেখে দিয়ে আসে, সন্তান যখন মা কেমন আছেন, কি খাচ্ছেন এসব খবর না নেয়, তখনও মা সেই সন্তানের জন্য চিন্তা করেন। চিন্তা না করে তিনি পারেন না। কারণ তিনি তো মা। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি। তাই ওনার সব চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। একজন সরকারি চাকুরীরতা মহিলা বলেছিলেন যে ছোটো থেকেই ওনার মা ওনাকে ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কে পাঠ দান করেছিলেন। সেই জ্ঞান তার পরীক্ষায় সাফল্যের পেছনে খুব কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। এটা ভাবতেও ভালো লাগে। সন্তান প্রতিপালন এ মা এর ভূমিকা অপরিসীম।

আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে বাজনা বেজে ওঠে। পুজোর সময় কাছে চলে আসে। মা দুর্গা অবতীর্ণ হন মর্ত্যে। মা এর উপস্থিতি সন্তানকে আহ্লাদিত করে। যাক এক বছর বাদে মা আবার এসেছেন। একবার মা বলে ডাকা যাবে। মা এর স্নেহ পাওয়া যাবে। সন্তানের দেখ ভাল করার জন্য ই মা এর মর্ত্যে আগমন। এক বছরে তার কি কি পরিবর্তন হলো সেটা দেখার জন্যেই মা এসেছেন। একটু জল, মিষ্টি দিলেই হলো। মা খুশি। মা খুশি সন্তানের সাফল্যে। মা খুশি সন্তানের শুভ বুদ্ধি উদয় হলে, মা খুশি সন্তানের সুস্থ মন ও শরীর দেখে। মা খুশি সন্তানের সার্বিক উন্নতি দেখে। সত্যিই আজ মা এর খুব আনন্দ। সন্তান ভালো হলে মা এর আর আনন্দ ধরে না। তিনি তো এটাই আশা করেন। তিনি আশা করেন যেন তাঁর সন্তান তাঁর কাছে লজ্জার কারণ না হয়। কারণ এই সন্তানের উৎস তো তিনি। তাই তিনি যেমন আশা করেন তাঁর সন্তান যেন দুধে ভাতে থাকে। তেমনই আশা করেন সে যেন পবিত্র হয়, ভালো হয়, ভদ্র হয়। সেটা দেখেই তো মা এর আনন্দ।

—ঃঃ—

Discovering Inner Reality: Look Within

—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Reality is experienced in the context of the world in a particular point of time. At times it is justified through the process of experiment and on the other hand through experiential ways. Actually the ultimate reality is understood only when god realisation takes place in a person. It is thus the context when the facts of reality are expressed through the intuitive-perceptive modes. This mode is somewhat similar to the method of meditative realisation. Truth of divine is understood when a particular pre condition is fulfilled in human context. Whereas the scientific understanding of reality is material, but that of spiritual is divine.

Sri Bhagavan Ubacha:

Anasritah Karmaphalam Karyam Karma Karoti yah.
Sah sannyasi cha yogi cha nah agninah cha akriyah. (G. 6/1)

The person who does not depend upon the result of the work, nor does he expect any result in his chosen way is a Sanyasi or monk in the true sense.

Leaving aside the concerns for the result of any Karma or action undertaken by the person if she or he wishes to continue performing the karma intensely, that person is a true Sannyasi cha yogi cha na nih agnih cha, not into the desireful work. Lord Krishna has been repeatedly suggesting Arjuna about the desire-free Karma where the result or the outcome of the Karma does not remain truly the concern of the person. It is thus the fruits of the karma that is not looked at but the emphasis on the quality of the work is given unto perfection for the work. This would make the person truly tuned to the spirit of the work and devote all faculties of mind to accomplish that.

The monk or Sanyasi has to be in connection with the goodness of spirit in life and abandon the evil effects of that or any evil association in life.

Yam sannyasam iti prahuh yogam tvam biddhi Pandava
Na hi asamhasya samkalpam yogi bhabati kah chana (G. 6/2)

Nishkama Karma is actually the state of the mind and consciousness of the person has attained the position of exploring the spiritual thoughts and cultivating the spirit of things within. It is thus the context where the perspective is created for the best creative contribution to the work. It is to be remembered that merely being

into the karma with lots of thoughts cultivated in the work, the very basic point to consider here is that selfish gain expected out of the work becomes the focus and observations get radically transformed keeping in mind the fact that mental psychological energy gets dissipated through the calculations across personal gains through the result of the set of works.

Aarurukshoh munaeh yogam karma karanam uchhyatae.
Yoga aarhurasya tasya eva shmah karanam uchyatae. (G.6/3)

When the person is able to accomplish work without specific work driven result or the output, the person now can devote the mind fully as the spiritual enlightenment grows within, on the stream of work. The issue is now to understand the art of doing the work becomes conducive to the spiritual dimension of life. The precondition to this is the purity of mind, whereas the concept of impurities on the body is detectable through physical viewing or examinations. The impurities of minds are the negative qualities that can be understood by observing keenly the conditions of the body from the character or behavior.

Yada hi na indriya-artheshu na anusvajyatae karmana.
Sarva samkalpa sannyasi yogah aarhurah tad uchyatae. (G.6/4)

Once the person's mind becomes pure, the point that remains to focus on is that a sustained effort through meditation can make the mind gradually remove the psychological impurity from the layers of the human mind. A person may undertake the process of meditation following the steps that are considered prelude to the act of meditation. Meditation leads to the condition of Samadhi, the condition where the mind of the person is thoroughly absorbed in the stream of Cosmic Consciousness. This is the state of God realization. When the stream of consciousness is first realized, the perception in the condition of awareness is one and in the next place, the condition of awareness of the cosmic stream of consciousness remains indescribable throughout. With the touch and realization of the cosmic consciousness, the person is in a position to elevate his or her personality to the level of 'impersonal persona'.

Different states of mind have different types of issues. Mind can be classified into states of its based on the characteristic features and the patterns of response in the world. Thus, the states are identified as 'Mudha, 'Kshipta', 'Vikshipta', 'Ekagra' and 'Niruddha'. Mudha - is the dull state of mind. It is a state when the functionalities of mind have stopped responding properly. Mudha mind can understand the imperatives of the material world, but is non-responsive to the functions where a creative component is present. This means the creative and intuitive dimension of mind remains beyond the Mudha.

The person of the kind of a monk or a Sannyasi thus keeps away from the mental orientations concerning material satisfaction, remains out of the focus of the divine choice.

Uddharayet tad aatmanam na abasadayet aatmanam.
Aatma eva hi aatmano bandhuh aatmaeva ripuh aatmanah. (G.6/5)

Mudha or the dull mind does not understand and appreciate the spiritual dimension of life. The Mudha mind understands the material instincts and issues arising out of the physical need. It understands the issues, senses and requirements of hunger - thirst - sex. The Mudha mind wishes and prefers to be the non-active in practice. This mind flies works and jobs. Mudha mind is sleepy. It is indolent in nature. Lazy in the approach, the Mudha mind escapes work, escapes any kind of rigorous responsibility. Mudha mind understands only the direct and simple kind of communication. Mudha mind wishes to be away from the call of creative works. It is just tuned to be carried away by the current of the waves of issues and the things. The Mudha mind does and prefers to forget the issues of the past, also does not wish to spend energy towards structuring any kind of strategies for the future.

In the context when the person himself is oriented to the supreme truth seated within as friend, it acts as the factor to understand and accept divine in empirical life.

Bandhuh aatma aatmanoh tasya yena aatmaeh va aatmana jitah.
Anahtmanah astuh shatrutvae vartatae aatma eva shatruvat. (G.6/6)

The Mudha mind needs guidance to get up to the level of a normal mind. The Mudha mind can overcome its conditions through the process of practice, energy infusion within the realms of mind. Energy infusion is the state of affair of the mind when it arouses from the boundaries of protective realm. The context and time when

the Mudha mind finds the infusion or energy in it; it gets chaotic. This state of mind turns into restlessness with the becoming of the energy potent mind the condition that is infused in it is characterized by the factors of being at one point at this moment and moving to the next at the next moment is what is the identified aspect of the Kshipta mind. Kshipta Mind endorses the idea of being into many things at a time.

Jitatmanah prashanta tasya paramaatma samahitah.
Shito ushnouh sukha duhkheyeshu tatha mana apamanoyao. (G.6/7)

Kshipta mind is equipped with input energy for the purpose of its functioning. Kshipta mind requires its skilling process to settle down on a thought. The usual ways for keep the mind is the adequate load of work of general nature. The load of work of general nature goes a long way to take care of the dynamics of the work. Dynamics of the work takes the mind to the core aspect of the work with no or a very little options left for the accomplishment of the work. The Kshipta mind by nature is restless in its profile. With this restlessness in the Kshipta mind it is the direction that it heads towards is to settle down slowly.

Jnana vijnana tripta aatma kutasthoh bijite indriyah.
Yuktah iti uchhyatae yogi sama loshtashma kanchanah. (G.6/8)

Kshipta mind maintains the settle down condition only when the guiding parameters for getting settle down. Kshipta or restless mind with an opportunity to settle down may also get at times settled and scattered. Vikshipta mind is widely scattered, known as a scattered mind. Scattered mind has attained its energy to function and at the same time collects somewhat focusses having received the mental energy to function. However, the Vikshipta condition mind becomes a fact. Yogi is a person who maintains equal balance of mind in the context of the conscious choice of practices in life. To a yogi the valued and trifling things are weighed as the same she or he does not have any attraction for the material value of an object. Rather shall have the full orientation of giving and sacrifice being fully unattached with anything otherwise valued by the world.

Suhhrit-mitra-aurih-udasinah-madhyastha dveshya bandhuhsya.
Sadhushu api cha papeshu sama buddhi bishishyatae. (G.6/9)

A yogi shall find and believe in every person as equal and same. She or he will not discriminate between an outwardly known holy man or an ordinary person. To her or him there remains no difference between persons based on any physical or qualitative dimension. The Vikshipta mind or the scattered mind is one where it has to get in touch with the factors of the facts around. The Vikshipta mind has contents of energy which are the factors of the reality around. Vikshipta mind cannot actually comprehend something. This application of the new approach is essentially the same forward eyed. However, until the position of the mind settles down, it cannot perform clearly. The condition of ekagram or the mind concentrated develops through various ways to attain that. Ekagra mind or the concentrated mind focuses on the focused state. In this state of ekagra mind contains the usual dimensions of the mind in the right sense of the term with the concentration in place the mind now attains all powers to do so. The concentrated mind is minutely covered in all. It covers all rational and emotional dimensions of life in the context of the world. Ekagra mind gets realization of God.

Person with the ekagra mind is a yogi. Yoga is the art of looking within. A realistic review of the same would reveal the position of the mind and that where the mind should find the ways of growth and emergence further. Growth and emergence would thus be identified truly as a prospect for a person in a context.

Yogi yunjitah satatam aatmanam rahisi sthitah.
Ekaki yata chittah aatma nirashih aparigrahah. (G.6/10)

It is in this context to be honestly noted that the true state of mind is difficult to understand own-self because of perceptive imbalance. Therefore, it requires the help of a guide to identify the same and suggest the right pathway for a person. This person is actually the guru or the master in the wholesome context of the guided. The Vedic civilization has actually projected this guidance to the people in general through the activities of masters or the gurus. Ideally, the master should be someone having earned the spirit of realization and offer the same kind of realization as a host to contribute truth in realistic way suited to the context of the learner or the disciple. This is why the learner or the disciple was always required to be along with, stay with the master for a designated period.

Suchou deshae pratishthapya sthirah manasa aatmanah.

Na auti uchshritam na autinicham chili-aujina-kusha uttaram. (G.6/11)

The yogi shall maintain a position of equibalance in all situations. She or he will not be a seeker of anything. The yogi shall maintain the spirit of god seeking decades on and always maintain a simple standard of living avoiding all extremes in life whatsoever. The objective of learning is the first thing to be identified by the master and accepted with graceful mind by the disciple. In this exercise, the background of the disciple is identified by master to determine the course of learning for the disciple. Learning stands as a specific course, pedagogy and content for a person. This is because each individual is different from the other. Learning in the Vedic civilization was specific to a person. Each person was offered the unique way to learn. Learning used to have a conceptual as also a practice component. Concept was obviously oriented to reach the target domain of learning, however the other component practice was oriented to the functional aspects of doing the same.

Tatra ekagrah manah kritvah yatah chittah indriyah kriyah.
Upabishyah aasanae yunjyat yogah aatma vishuddhayaeh. (G.6/12)

The Vedic practice was something daily, suited to the context and the essential requirements of learning, the teacher was tuned to use various methods such as: a) Generic Practice, (b) Practice in Place, (c) Extrinsic Learning as a practice. Out of these three modes, the generic learning was certain common tool which the sages used to do collectively with all students or learners together. This includes daily yoga, chanting and general stream of meditation for all. Apart from this the next one practice in place was a specific stream of learning process. This has similarity with the present day similarity in terms of specializations.

Samam kayoh shiroh gribam dhrayan achalam sthiram.
Samprekshya nasikam aagram svam dishah cha na abalokayan. (G.6/13)

Each area of learning has certain specific segments of choice which was the kind of liberty and option to the learner. As it is done in the case of choice of modern day specialization in modern day learning the Vedic sages had actually initiated the process of choice based learning components in the case of the context of the learning and conditions of the disciples. Thus, differentiation in the curriculum and the subsequent way to have the component of learning undertaken was one of the ways to make the best out of a person as a learner. The yogi shall continue with the spiritual practice sitting in full meditative posture with spine and neck erect eyes closed doing alternate nostril breathing.

Thus, the yogi orients his consciousness towards god with the mind fully devoted to god is endowed with divinely blissful life thenceforth.

Prashanta aatma bigata bhih Brahma aacharih bratae sthitah.
Manah samyamya mat chitto yuktoh aasitoh mat parah. (G.6/14)

So, in the extrinsic learning and practice in place, the student was to undertake self-experiencing within the learning environment and sometimes away from that. The learning environment may have certain elements of limitations which were actually targeted to overcome to allow the learner move out and mix with organizations or individuals outside in the societies, at the crossroads of things and also in the case of the changing scenarios. This method has been adopted in the modern day practices in the manner and ways of doing internship to understand the nuances of the applications of the concepts identified. This again was the important element as a component of Vedic learning under the guidance of a guru or teacher.

Once the conceptual understanding and the practice components are actually made through, the disciple is entitled to receive the acclaim of 'Brahmogyani' - or the realization of Brahman achieved. The disciple now becomes a sage.

Yunjan na evam sada aatmanam yogih niyatah manasah.
Shantim nirvane Paramam mat sthanam audhi gachhatih. (G.6/15)

In the framework of general learning component the disciple does meditation in the manner that is prescribed by the master. Usually yoga is that component which actually creates the basis and foundation of meditation. According to the sage Patanjali, the components of yoga are many. However, he has coined all aspects together in a collective manner through a method of eight-step yoga or 'austanga yoga'. This means yoga is essentially having 8 different limbs. These are specific at each stage and prepares the aspirant or the disciple

through various aspects of the process of yoga. The stages of yoga has two broad segments, Preparatory and the Final. The Preparatory is known as that of 'Prostuti' and the Final is known as 'Parinam'. Meditative personality requires a balance in the habits of eating, consuming, also should be active and awakened always.

Na auti ashnatah yogah astih na cha ekantam na ashanatah.
Na cha auti svapnashilasya jagratoh na evah cha Arjunah. (G.6/16)

Prostuti or the preparatory to the yogic way of realization is spread out in five different layers such as: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. The Parinam or destiny consists of three layers of spiritual realization. These are: Dharana, Dhyana and Samadhi. With achieving the stage of Samadhi, the person makes a complete victory in the journey and thus the person who has been practicing may be with self-initiative, coordination or under the guidance of a master. Sage who has attained this stage of Samadhi is now all set to have her or his spiritual journey forward in a generic or unique way.

Balanced diet, disciplined life, constant endeavours in actions and at the same time engrossed in controlled sleep and awakened, gets out of the same time engrossed in controlled sleep and awakened, gets out of sorrows in life.

Yuktah aaharah biharah asya yukta cheshtasya karamashuh.
Yutah svapna avabodhasya yogoi bhabati duhkhyaha. (G.6/17)

However, in the entire gamut of yoga, Prastuti or the preparatory becomes very important. In the process of preparation the person has to take care of all aspects and take a stand to proceed accordingly. To begin with the basic Prastuti has 'Yama' as the focus. Yama is disciplining the habits and the character. This involves disciplining certain core functions of life. Most of these pertains to the biological functions. This has been termed as 'Samyam' also. Samyam refers to the act of maintaining biological discipline. The core material instincts connected with the biological functions are hunger-thirst-sex-desire. Disciplined approach to all of these is suggested as a requirement of yoga.

When the yogi gets rid of all types of desires and does not get involved in any of illusory factors of life then the ways to god realization becomes easier.

Yada biniyatam chittam aatmani eva avatishthtae.
Nih spriyahah sarvo kamebhyo yuktoh itiuchyatae tada. (G.6/18)

Samyam is connected with every aspect of life, but particularly it focuses on the basic aspects. Thus, when it comes to consider hunger, it is related to the requirement and greed connected to that. Greedy consumption is against Yama. Food intake should be balanced in its quantum, frequency and quality. Toxic, stimulant, inflammatory or similar kind of habit in the intake of food is wrong and go against the principle of Yama. Similarly, other components of biological activities would actually require strict discipline.

When the condition of mind of the aspirant is steady like a slame that is unperturbed by the blow of air, realization of god sets in that aspirant's mind.

Yatha dipoh nibatsya tastho na ingatae sa upama smritah.
Yoginoh yata chittasya junjatae yogah aatmanoh. (G.6/19)

Yama is to include in the organic patterns of living and activities. This should be inbuilt in the character of the aspirant. Yama is very basic in the yoga framework. Without having maintained this, the basic orientation of life may be difficult to get tuned to the yogic principle.

Once the aspects of Yama has been tuned to the process of life, the next phase of Prastuti appears. It is to be noted that dispersion in any way or a change of pattern in the basic ways of living the very objective of the yoga in life gets shattered. One of the most important aspect of this is to be drenched in the practice such that the biological calendar of the person is easily set out for the same. It is this biological calendar that needs to be maintained throughout in somewhat uniform manner such that it helps the person's progress in yogic way forward without significant disruptions.

The Yama properly coordinated leads the facts and factors of Niyama in life. Niyama is principle centric and time tuned practice of a person. Principle-centric and time-tuned is such that the same is included into the

regular matters of work of the person in the context of the prevailing scenario around and that of the world.

Practice of medication makes a person used to get absorbed in the inner realm of mind and consciousness of the person. The yogi thus penetrates down the inner consciousness and realizes Atman within.

Yatro uparamatae chittam niruddham yogasevayah.
Yatrah cha eva aatmana aatmanam pashyani aatmani tu ishaati. (G.6/20)

Niyama has two distinctly differentiated aspects. This identifies the set of principles in life that are required, as also the time-tuned practices for things in life. Set of principles are the driving force. For example, in the case of a learner or a student, the driving force is the learning of the theories and practices for life. Theories usually have a documented source or the result of creative development by the master. The practice is usually tuned to that the matter of tuning compound of learning as a combination of theory and practice is attributed to the pathways of the spiritual quest. A kind of regularity may be visualized in the process and that has been identified as that of the basis of the guiding niyama.

The intellect sometimes misguides the person towards the world of desires and the material gains. A yogi initiates the process to realize the supreme truth by way of dissociating from the worldly affairs.

Sukham aatyantikam yat yat buddhi grahyam autiindriyam.
Vetti yatra na cha ebayam sthitah cha chalati tattawatah. (G.6/21)

Tuning to units of time is another component of Niyama. It is actually creating a domain in which the practice of principle oriented activities and time tuning occurs as the focus in this as a part of the guidance. Niyama is required to be observed and adhered to when the person develops the urge to go ahead with a spiritual agenda. Niyama in an empirical form is maintained by different monasteries in the world. Monasteries have the habit and policy of getting everything done on a scale of time. Thus, the day starts with the ringing of a bell. Worship or meditation or some kind of ritual, another bell to ring, food intake again requests a bell to ring at the designated times. All activities are tuned to time.

God realization in a particular context refers to the state of mind that attains bliss by the realisation which represents the highest and incomparable happiness.

Yam labdha cha auparam labham manyatae na aadhikam tatah.
Yasmin sthitah na duhkhenah gurunah api bichalyatae. (G.6/22)

However, human response of a kind of regimentation is good for some targeted activity. It is such targeted activity that focuses on the issue of the time-tuned principles in applications. The monastic ways of regimented approach in the approach to growth does create a kind of environment or a growth prospect to foster creativity among the participants of the system. Also, the individual constitutions do vary. Therefore, everything should not be done through just a collective belled procedures except for certain programs or occasions that implies this way.

This equanimity of situation through which the state of ecstasy or samadhi in which the wisdom of the Aatman is realised is through this yoga of dedicated consciousness.

Tam vidyat duhkhya samyoga biyogam yoga samgitam.
Sa nih chayena yoktabyo yogoh anirbina chetashah. (G.6/23)

In the context of work, life of people particularly in the urban society, the work structure of a particular corporate or organizational function would imply that the same should be process oriented. Process orientation is actually impersonality in the work. Impersonality is actually attempted to make it suited to diversified impact of people in the context. This diversified impact of the work procedure or the system of work thus fits in the individual inputs in a series of functional inputs that contribute to the performance of the person in a given context.

The yogi does not entertain in mind promises that are important from world's material perspective. The mind finds a new context where from the search for god continues with utmost importance.

Samkalpa prabhaban kaman tyaktva sarvan asheshatah.
Manasa eva indriya gramah biniyamya sama unnatah. (G.6/24)

Niyama, for that matter is always good to practice in the context of the work in the empirical perspective. The corporate agenda can be fulfilled to a great extent by virtue of the collective force created out of the principle-

oriented and time-tuned activity for the organization for the excellence in its approach to have the objectives fulfilled through the targets and strategic plans set for the same. It is thus a direct and fulfilling agenda for an organization either with corporate focus or through the acts of this Niyama-centric approach in the field of work of the world. This is again equally applicable in the context of spiritual journey for a yogi. Niyama thus creates further fortification done by Yama towards the yogic journey.

Once the aspirant and yogic practitioner is through with the founding pillars of Yama-Niyama, the question of Asana occurs. Asana is reflective of a particular way of sitting posture. Asana thus creates the next step to get basis of the yogic journey put across. When a person attempts to do meditation, she or he has to settle down somewhere. Settling down somewhere is thus meaningful in this context. Asana is usually considered the ancient way of laying something on floor. However, the real purpose and objective of asana is somewhat different.

Gradually with keen patience one has to be active in consciousness that involves in the clear understanding of truly getting connected with the realm of truth within. God consciousness needs to be discovered there.

Shaneih shanei uparamyet buddhya dhritigrihitaya.
Aatmasamstham manah kritva na kimchit api chintayet. (G.6/25)

Though it means a sitting place and a sitting posture as well, the way one looks at the theory of asana stands very important. In the case of asana, the usual kind of suggestions that streams down in the field of spiritual practice is using a particular fabric just adequate to be seated by one individual in a squatting position. The alternative to a fiber fabric is a sitting spread which is actually the dried, procured and treated skin of a tiger with good amount of soft but steady fur in the composition on the outer side of it. This is really interesting as a concept to sit on and at the same time to have the same as a spread for doing some mental practice. However, this as a part of the process can be reviewed and that for the modern context chosen.

The yogi shall be very particular in identifying factors related to the restlessness of mind. Those factors he removed from the possession of the person and again set devoted to god.

Yatoh yatoh nischalati manah chanchala austhiram.
Tatah tatah niyamya etad aatmani eva basham nayet. (G.6/26)

The seating could be on a spread on the floor for the learner or the practitioner to do the mental coordination. It can be a chair also, not a chair with thick and sponge cushion, but something that has a plain and solid surface to sit on. Ideally, a wooden chair is chosen as the one for the spiritual process of yoga. Thus, the person initiates the spiritual process and proceed with the process in a way to take on the activity sitting on either the floor straight or the chair. The seating way becomes successful once it is made to suit the inherent procedure to proceed forward. On the floor, it is the squatting position. The person needs to have loosely tied dress in the body, she or he is required to sit cross-legged on that floor spread or the position.

Thus, the yogi is in a position to create calmness of mind. With this mental calmness and the cool mind the yogi thus undertakes the responsibility of focusing on the core of mind and thus focuses on the spirit of god alone.

Prashanta manasam hi enam yoginam sukham uttamam.
Upeiti shanta rajasam Brahma bhuta akalmasham. (G.6/27)

Asana, in the case of a person sitting on a chair, the pattern and the basic approach remains the same. Sitting on the chair would imply that the legs of the person are placed on the floor. Legs are maintained parallel to each other. The feet are on the floor placed parallel to each other.

In both the cases of such sitting, the next steps would follow the same way. The person should take care that sitting will not be bent. Should sit just straight, with the backbone maintained straight, no leaning in the back in either of the cases. The hands to be placed on respective knees, the backbone to be maintained straight always. It is thus something that needs practice.

Reaching the state of ecstasy or samadhi the yogi thus attains a sinless state and thereby the desire for material comfort goes off making the mind pure. Thus the yogi attains equipoise state of consciousness.

Yunjan na evam sada aatmanam yogi bigata kalmashah.

Sukhena Brahma samsparsham atyantam sukham ashnutae. (G.6/28)

When the person starts with the practice and sitting posture maintained properly, the eyes be maintained always in the closed position throughout. Person starts pranayama now. After the asana is properly settled, the person now all set to do the pranayama. Once the position for the pranayama is set to start, first prelude to that needs to be maintained. Pranayama is a kind of invocation. It is actually invocation of the cosmic spirit that meets the individual soul now. The individual needs to develop a view that this individual framework of the person has the perception first that she or he has not been the one totally different from the cosmic system. However, the cosmic system is the overall reflection of the most part of the overall reality. The reality is such that an individual is just an element of the wholesome cosmic system. Therefore, the individual can just cultivate the inner consciousness to connect with the cosmic system as such.

Pranayama has usual three components to be followed in three different steps. Each step is partly independent and partly connected in the total matter of the preparation. It is thus the initiative that would lead to the condition of the set of things that arise out of the process as the ingredients to the attainment of the oneness of the mind. The oneness thus happens in a way that would really allow and help to proceed forward in the direction of the objective as understood.

On attaining god realization the yogi visualizes the divine consciousness in all and on the other hand presence of god spirit in all creations.

Sarva bhutastham aatmanam sarva bhutani cha aatmani.
Ikshatae yoga yukta aatma sarvatra same darshanam. (G.6/29)

Thus, this entire process runs into three steps. These are the steps known in the unique ways of: (a) 'Prana Sancharah', (b) 'Prana Puran' and (c) 'Prana Vikashah'. Prana Sancharah or the process of invocation of the pranic(vital) force within. At this stage the elements of the vital energy which has been spread out in the world and the entire cosmic system. The invocation of pranah is thus calling is the elemental consciousness that has taken the position of the individual with the respect of the universe as it is visualized. Thus, the universal air or the entire mahapranah is now taken care to touch it. The aspirant is thus ready to draw in her or his living system the spread-out elemental pranic force that is distributed energy everywhere is got in touch with the cosmic gift of the pranic energy is thus the very coveted source of the entire elemental aspects of the process of the same would be the focus now.

Through this kind of samadhi or ecstasy the yogi now sees me, the god everywhere and understands the presence of god's spirit in all creations.

Yoh mam pashyati sarvatra sarvam cha mayee pashyatai.
Tasya aham na pranashyami sa cha mae na pranashyati. (G.6/30)

The process at this stage is that of alternate nostril breathing, this can be carried forward with the fats and processes combined together to steam through. After the sequence of asana is properly done, then the procedure would be to coordinate and internalize the impacts and effects of the same. Correct nostril breathing thus effectively coordinates with the internal and the external. Air is drawn inside, this is done with one nostril only. Let us have a direct mentioning of that. The sitting position in the asana remains steady without leaning in the back or in any way thereof.

The yogi who realizes my presence in all creatures understands the same becomes blessed with the realization of Aatman within.

Sarva bhuta sthitam yo mam bhajati ekamtvam aasthitam.
Sarvatha bartamanoh api sa yogi mayee bartatae. (G.6/31)

Lift the left hand to nose and press the left nostril with left thumb to breathe in through the right nostril. Next Do the breathing in or inhale air through the right nostril by closing the left nostril, slowly. After a few moments to close both the nostrils so that the air drawn in is that what remains within for a while. This is Kumbhaka, in the kumbhaka or the containing of air within is the stage of assimilation of air within. After a few moments, then the air contained within is released through the opposite nostril and while doing this the right nostril is maintained closed. Now, after the air is released fully, pause for a second is given to have the similar cycle in the same way.

Lord Krishna narrates to Arjuna saying the person who considers the sorrows and happiness of others and that of own, is the best yogi,

Atmoh upamanyena sarvatra samam pashyati yah Arjuna.
Sukham va yadi va duhkham sa yogih paramam matah. (G.6/32)

The forward and reverse process of this intake of air-holding of air-releasing air and then reversing the entire procedure makes one cycle complete in it. This composite has to be considered as a single item of the pranic invocation done. Journey of the pranayama starts here. It needs to be repeated and continued for several cycles, spreading through a reasonable number of orientation initiatives so that the process is made to complete in its own way. Repeating the pranic invocation is needed with the same way of sitting, same orientation, same kind of focus and similar approach of mind. Underlying stream of thought is ideally inviting or praying the spirit of God to come down to life and encourage or energize the life force to proceed forward with the agenda of invocation of God in life.

These set of steps thus comprise the first initiative. The next position is thus the stage of normal breathing through both the nostrils. However, sitting posture remains the same. Eyes continue to remain closed. Thoughts same.

Arjuna Ubacha:

Yah ayam yogah taya proktah samyena Madhusudanah.
Etasya aham na pashyami chanchalatvyat sthithime sthiram. (G.6/33)

Arjuna being curious asked Lord Krishna that the stable deterministic calm and poise of mind what Krishna has mentioned is difficult for him to comprehend because of his mind being restless.

In the next focus, the act of willed imagination is what is actually identified. While the yogi is now closed eyes and remain in the same position, in the same way. Thus this stage, awareness is attempted to work on with active will force. The awareness is now taken to the top of head, gradually. At the top of the head, the awareness focuses on the view of the sky at the dawn with the rising sun in it. Meaning, the person tries to visualize that the awareness allows person's internal power of vision to focus on a scenario where the rising sun is viewed in the backdrop of the vast and clear blue sky. Aspirant is now viewing the golden sun at the point of its rising in the sky with energy and illumination.

Arjuna says that the mind being in restless and it is difficult to calm it down. It is less of the poise and calmness of mind as it is very difficult to dissociate from desires in life.

Chanchalam hi manah krishna pramathi balabad drirham.
Tasya aham nihgraham manye bayah iva sudushkaram. (G.6/34)

The inner vision now sees the rising sun in its golden bright luster. The Sun is now out to offer its energy and illumination to the world and helps sustaining and maintaining all lives on earth. The vision of this golden bright sun is somewhat similar as a causative element to use in the perspective of the functional elements on earth. The rising sun is full of potent, it has the power and intent to distribute its light and energy to the world to benefit the life and the living eco system. Yogi now finds it stimulating to receiving the light and energy for respective utilization on earth. Thus the Yogi is now connected with a cosmic system as such. The focus of the person is to obtain the spirit within without being grossly involved.

Sri Bhagavan Ubacha :

Aushamshayam mahabaho manoh duh nigraham chalam.
Aubhyasena tu Kounteya vairagyena cha grihyatae. (G.6/35)

Lord Krishna mentions that unaltered faith in god and continuity in the practice of meditation shall develop the competence in the person to have god realizations.

Now is the issue of connection. With the vision of the golden Sun, the vision induces energy and attempts to develop a perception of the cosmic identity of the golden Sun. The vision now induces some kind of thought that God is connecting with the life, with the son as the agent and provider. This is again out to the individual to accept in the perceptive design the connection with the cosmic sources and that of the universal spirit of God on earth to benefit the creation.

—•—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH **REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024**
1st November 2024 **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
Kartick–1431
Vol. 22. No. 7 **Price : Rs. 5/-**

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৩রা নভেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১০ই নভেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৭ই নভেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৪শে নভেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.